ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 April, 2023 ■ আগরতলা ২৬ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১২ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। আগরতলায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে তোলা নিজস্ব ছবি।

আগামী বছরে বহিঃরাজ্য থেকে সৌর বিদ্যুৎ কিনবে নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে নতুন করে উদ্যোগ নিল বিদ্যুৎ নিগম। পারমাণবিক শক্তির ছাড়াও তাপ বিদ্যুৎও জলবিদ্যুৎ পর এবার সৌর বিদ্যুতের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে নিগম। প্রধানমন্ত্রীও পুনর্নবীকরণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানোর উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেই লক্ষ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি সৌর বিদ্যুতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর উপর জোর দিচ্ছে।

রাজ্য ও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে বড়মুড়া, রুখিয়া, নেপকো ছাড়াও ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ। তবে পালাটানা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এই সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উপর নির্ভর করলেই চলবে না। আগামী দিনে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে রাখতে গেলে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানীদের দেখানো পথেই দেশ এই দিকেই ধাবিত হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকারও পুনর্নবীকরণ শক্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য বিদুৎ নিগম পুনর্নবীকবণ শক্তি হিসাবে বহিঃ রাজ্য থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনবে। এ ব্যপারে সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া এস ই সি আই এর সঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। জানিয়েছেন রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার।

তিনি বলেন ২০২৪ সাল থেকে এই বিদ্যুৎ আমদানী করা হবে প্রতি ইউনিট ২ টাকা ৬১ পয়সা দরে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রয়েছে রাজ্যগুলোতে প্রতিদিন যত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা তার একটি অংশ অপ্রচলিত শক্তি বা পূনর্নবিকরকণ বিদ্যুৎ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। রাজ্যে বর্তমানে মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ বিদ্যুৎ অপ্রচলিত শক্তি থেকে সংগৃহীত হয়। তিনি বলেন, রাজ্যে জমির পরিমান কম থাকায় বিদ্যুৎ নিগম ডুম্বুর জলাশয়ে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১৩০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ১৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। মঙ্গলবার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। সারা রাজ্যব্যাপী ১৫ টি সেন্টারে ৫ হাজার ৬ শত ৩৬জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

আগরতলা শহর এলাকার নয়টি কেন্দ্রে এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে আরো ছয়টি কেন্দ্রের এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় শুধুমাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে এক শিক্ষিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। সবকটি পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেই পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

বলদাখালে জমি নিয়ে বিবাদ রক্তাক্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইয়ের স্ত্রীর হাতে আক্রান্ত গিতা দাস নামে এক মহিলা। ঘটনা রাজধানীর বলদাখাল এলাকায়। জানা যায় এলাকার বাসিন্দা বিমল দাসের বোন গিতা দাস। অপরদিকে বিমল দাসের স্ত্রী ইলা রক্ষিত দাস। বিমল দাস ও ইলা রক্ষিত দাসের মধ্যে প্রায় সময় ঝামেলা লেগে থাকতো।

সম্পতির ঝামেলার জেরে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীরা। এরই মধ্যে বিমল দাসের স্ত্রী ইলা রক্ষিত দাস মঙ্গলবার বিকালে আচমকা বিমল দাসের বোন গীতা দাসের উপর আক্রমণ করে। ইট দিয়ে গীতা দাসের মাথার পিছনে আঘাত করে। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পরে গীতা দাস। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে প্রতিবেশীরা গীতা দাসকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত গীতা দাস। আহত গীতা দাসের এক প্রতিবেশী ঘটনার বিষয়ে জানান।

‘মোদী’ পদবি মামলায় শাস্তি স্থগিতের আর্জি

গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাহুল গান্ধী

আহমেদাবাদ, ২৫ এপ্রিল(হি.স.)।। ‘মোদী’ পদবি আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে সুরাটের নিম্ন আদালতের শাস্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাহুল গান্ধী। আজ মঙ্গলবার প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ থেকে শাস্তির ওপরে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। যদিও কবে ওই মামলার শুনানি হবে তা জানা যায়নি।

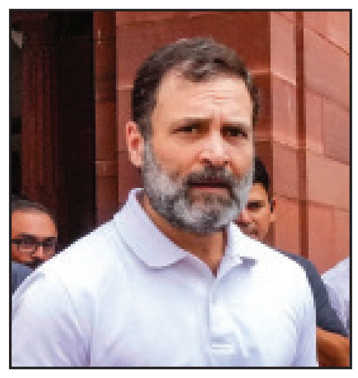

২০১৯ সালে কর্নাটকের কোলারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ‘মোদী’ পদবি নিয়ে ‘আপত্তিকর’ কথা বলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর ওই মন্তব্য নিয়ে সুরাটের চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ মোদী। গত ২৩ মার্চ ওই মামলার রায় দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের জেলের সাজা শোনান বিচারক। যদিও উচ্চ আদালতে আবেদনের সুযোগ দিতে ৩০ দিনের জন্য সাজা স্থগিত রাখা হয়। সাজা ঘোষণার পরেই নজিরবিহীন তৎপরতায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির সাংসদ-পদ খারিজ করে দেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এমনকী সাংসদ হিসেবে পাওয়া ১২ তুঘলক লেনের বাড়ি থেকেও উচ্ছেদ করা হয় রাজীব তনয়কে।

এদিকে, ‘মোদী পদবি’ মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে স্বস্তি দিল পাটনা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে আগামী ১৫ মে অবধি রাহুলকে স্বস্তি দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট। বিজেপি নেতা সুশীল কুমার মোদীর আইনজীবী এস ডি সঞ্জয় বলেছেন, ’পাটনার নিম্ন আদালত তাঁকে ১২ এপ্রিল আদালতে হাজির হয়ে নিজের মামলা উপস্থাপন করতে বলেছিল। নিম্ন আদালতের সেই রায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী পাটনা হাইকোর্টে নির্দেশ বাতিলের আবেদন করেন। আদালত আমাকে এই বিষয়ে আমার যুক্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ছয় জন করোনা আক্রান্ত, সক্রিয় রোগী ১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে খুব একটা তেজি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কিন্তু, প্রতিনিয়ত আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। অবশ্য করোনার নমুনা পরীক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে এই মুহুর্তে সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তেমনি ৬ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৪ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০০৩ জন মোট ১০০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৬০ শতাংশ। এদিকে, ৬ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৫ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৫৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৩৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি বিমানবন্দর থেকে প্রিপেইড অটো চালাবেন ২৮০ জন, ফের সূচনা হল পরিষেবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের জনগণের স্বার্থরক্ষায় সরকার নিয়ম ও নীতি প্রনয়ণ করে। এই নিয়ম ও নীতি সার্বিকভাবে মেনে চলা সকলের কর্তব্য। এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে সরকার ও দপ্তর তা দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে। আজ মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে প্রিপেইড অটো পরিষেবা পুনরায় চালু করে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। উল্লেখ্য, এই প্রিপেইড অটো পরিষেবা গত ৬ মাস ধরে বন্ধ ছিল।

অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আরক্ষা, পরিবহণ, এয়ারপোর্ট অথরিটি সহ বিমানবন্দর এলাকার অটো চালক প্রতিনিধিদের নিয়ে গতকাল এই প্রিপেইড অটো পরিষেবা চালু করার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আজ থেকেই এই পরিষেবা চালু করা হবে। আগামী দিনে এই পরিষেবা চালু রাখতে সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই পরিষেবা চালু রাখার ক্ষেত্রে অটো শ্রমিকদের যেকোন ধরণের সমস্যার সমাধানে সরকার ও দপ্তর আন্তরিকভাবে পাশে থাকবে। কিন্তু কোনভাবেই যাতে এই পরিষেবা বন্ধ না হয় তার জন্য পরিবহণ মন্ত্রী অটো শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, এখানে ২৮০ জন অটো চালক রয়েছেন।

তাদের ব্যবহারের উপর বর্হিরাজ্য এবং বিদেশে রাজ্যের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। পরিবহণ মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন গতকালের সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে অটো শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয়েছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আই জি পি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বসানো হবে শেখ মুজিবর রহমানের মর্মর মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। আগরতলায় বসবে বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মর মূর্তি। মঙ্গলবার মূর্তি বসানো নিয়ে সহমত পোষণ করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

সোমবার বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কুমিল্লা জেলার এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরার আগরতলায় আসেন। তারা মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নিগম অফিসে। দুই তরফে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির কুমিল্লা জেলার সাধারণ সম্পাদক বলেন, দুই বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি সার্বিক ভাবে একে একিভুত করবার জন্য , আগামী দিনে ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে পুড়ে ছাঁই দশটি বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ এপ্রিল।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দশটি বসত ঘর। প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত নিয়ে দমকল কর্মীরা দ্বন্দ্বে রয়েছেন। কারণ, আগুনের সূত্রপাত নাশকতা নাকি শর্ট সার্কিট, দমকল বাহিনী নিশ্চিত হতে পারছে না। সোমবার গভীর রাতে উদয়পুর মধ্যপাড়ায় ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে

জানিয়েছেন দমকলকর্মী।

বাড়ির মালিক পলাশ দাস জানিয়েছেন, সোমবার রাত আনুমানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে কুখ্যাত চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধর্মনগর বাজারে এক চুরির ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজের ছবি দেখে মঙ্গলবার দুপুরে ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে এক চোরকে আটক করলো ধর্মনগরের আম জনতা। বলাই মিয়াঁ নামে ওই চোরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে তুলে দেওয়া হলো ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে।

সে জানায় রাজবাড়ি এলাকার ভাঙা জিনিস ক্রয় করার দোকানের মালিক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর কাছে সে চুরির জিনিসপত্র গুলি বিক্রি করেছে। এছাড়াও চোরের স্বীকারোক্তিতে শ্মশান কালীবাড়ি রোড থেকে রসুন মিয়াঁ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার প্রথম পদ্মশ্রী হিমাংশু মোহন চৌধুরী প্রয়াত

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত হিমাংশু মোহন চৌধুরী প্রয়াত। (ফাইল ছবি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরার প্রথম পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক হিমাংশু মোহন চৌধুরী। আজ তিনি আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি দুই কন্যা ও আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ বহু বিদ্বজনেরা শোক প্রকাশ করেছেন। সোনামুড়া মহকুমা আধিকারিক পদে কর্মরত অবস্থায় শ্রেষ্ঠ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭১ বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে বহু শরণার্থীদের ত্রাণ, আশ্রয় এবং অত্যাবশ্যকীয় সহায়তা প্রদানের উজ্জ্বল নজির রেখেছিলেন তিনি। তাঁর ওই উদারচেতা মনোভাবের জন্য ভারত সরকার ১৯৭২ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরার সোনামুড়া সীমান্তে লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে হিমাংশু মোহন চৌধুরী ভারত-বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ওই সময়ে শ্রী চৌধুরী ছিলেন সোনামোড়ার এসডিও। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বাংলাদেশের অনবদ্য বন্ধুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাপে পড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারের হাতে টাকা ফেরত দিলেন ডোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত ডোমের অমানবিক জুলুমের শিকার হয়েছে মৃত ব্যাক্তির পরিবার। বেআইনি ভাবে তিন হাজার টাকা মৃত ব্যাক্তির পরিবারকে দিতে বাধ্য ডোম। তিন ঘন্টা লাশ আটকে রেখে দেয়। সোমবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অমানবিক ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন।

জানা যায়, ঘনিয়ামারা এলাকায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে ব্যবসায়ী বিষ্ণু ঘোষ। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তনিষ্ঠা চৌধুরীর উপস্থিতিতে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়ার সময় ডোমের অমানবিক আচরণ শুরু হয়। পরিবারের কাছে ৩০০০ টাকা দাবি করে ডোমের দায়িত্বে থাকা অনন্ত দাস ও উনার ছেলে। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে টাকা দিতে অপারগ হওয়াও মৃতদেহ আটকে রাখে। শেষে তিন হাজার টাকা ডোমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির নতুন রূপে সাজানোর কাজ ৭০ শতাংশ সম্পন্ন ঃ পর্যটনমন্ত্রী

মাতাবাড়িতে দীপাবলি উৎসবের উদ্বোধনে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। মাতাবাড়ি ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নতুন রূপে সাজানোর কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাই, এবছর মাতাবাড়িতে দীপাবলি উৎসবের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ—র আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সবিচালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ—বিষয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের রূপান্তরের জন্য ১৬০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিন সুশান্ত বলেন, প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে একটি আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে এবং দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ভারত সরকার ৩৭ লক্ষ ৮৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে এখন পর্যন্ত রাজ্য ২১ কোটি ১৮ লাখ টাকা পেয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি তার সংকল্প পত্রে ত্রিপুরার পর্যটন খাতে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই ত্রিপুরার পর্যটন দফতর আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং অবকাঠামো সহ পর্যটন শিল্পকে পুনর্গঠনের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি শুরু করেছে।

ত্রিপুরায় পর্যটন ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “‘স্বদেশ দর্শন-১’ ফেজ-১-এর অধীনে ১১টি পর্যটন কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এর মধ্যে রয়েছে- আগরতলা, সিপাহিজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, মন্দিরঘাট, তীর্থমুখ, নারকেলকুঞ্জ, ডুম্বুর, আমবাসা, বড়মুরা ইত্যাদি স্থান। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে পর্যটন মন্ত্রক ৮২ কোটি ৮৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৩ কোটি ৭৪ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। তাতে, কাজের অগ্রগতির দিক দিয়ে প্রায় ৯৭ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার পর্যটন স্থানগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাতে, ধলাই জেলার অন্তর্গত কমলপুরের সুরমা চেরা জলপ্রপাত, জোলাইবাড়িতে শহীদ ধনঞ্জয় মেমোরিয়াল গার্ডেন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিলোনিয়ার চোট্টাখলায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, মেলাঘরের নীরমহল, সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত সোনামুড়ার বৌদ্ধ স্তূপ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনপুরে জম্পুই পাহাড় এবং ঊনকোটি জেলায় প্রত্নতাত্বিক স্থল ঊনকোটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ত্রিপুরায় পর্যটন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯৩ ▫ ২৬ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫ ১২ বৈশাখ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মুসলিম সংরক্ষণ বাতিলে স্থগিতাদেশ

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ওবিসি ভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ বাতিল করিয়া রীতিমতো আইনি গ্যাড়াকলে পড়িয়াছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার পক্ষ। সরকারি এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হইয়াছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনরা। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই স্পর্শকাতর মামলায় কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের সিদ্ধান্ত স্থগিত করিয়া দিয়াছে। এই ইস্যুকে বিরোধীরা অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক ফায়দা তুলিতে কোমর বাধিয়া ময়দানে নামিয়াছে। তাহাতে রীতিমতো বিপাকে পড়িয়াছে শাসক দল। ভোটের বাক্সে এর জবাব দিতে প্রস্তুত হইতেছে ওবিসি ভুক্ত মুসলিমরা।১০ মে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটপ্রচারে সরগরম দক্ষিণের রাজ্য। গত কয়েক মাসে সেখানে জাতপাতের রাজনীতি চরমে উঠিয়াছে। ক'দিন আগেই ওবিসি মুসলিমদের ৪ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করিয়াছিল কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। মঙ্গলবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরের উপর স্থগিতাদেশ জারি করিল সুপ্রিম কোর্ট। দুই বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী ৯ মে পর্যন্ত ওবিসি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাইবে না। ভোটের আগেভাগে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে চরম অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসক দল।গত ২৫ মার্চ কর্ণাটকের বিজেপি সরকার ঘোষণা করে, রাজ্যে ওবিসি মুসলিমদের জন্য শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে যে ৪ শতাংশ আসন এতকাল সংরক্ষিত থাকিত, তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল। এই সংরক্ষণ এবার পাবেন দুই সম্প্রদায় ভোক্কালিগা ও লিঙ্গায়তরা। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য যে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকে, মুসলিমদের সংরক্ষণকে তাহার অন্তর্গত করা

হইয়াছে। ভোক্কালিগাদের জন্য ৫ শতাংশ থেকে বাড়াইয়া ৭ শতাংশ করা হইল সংরক্ষণ। পঞ্চমাসালি, লিঙ্গায়তদের জন্যও সংরক্ষণ বাড়িল একই হারে। পাশাপাশি তফসিলিদের জন্য সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়াইয়া হল ১৭ শতাংশ। শিডিউল ট্রাইবের জন্য ৩ থেকে ৭ শতাংশ হইল সংরক্ষণ। ভোটের আগে মুসলিমদের সংরক্ষণ বাতিল করায় সমালোচনায় সরব হয় বিরোধীরা। অন্যদিকে রাজ্য সফরে এসে এই সিদ্ধান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।যদিও সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়িল গেরুয়া শিবিরের। আগেই কর্ণাটকের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি কেএম জোসেফ এবং বিচারপতি বিভি নাগারত্না ১৩ এপ্রিলের শুনানিতে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ভুল ধারনার ভিত্তিতে" মুসিলমদের সংরক্ষণ বাতিল করিয়াছে কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের হইয়া শীর্ষ আদালতে এই মামলা লড়িয়াছেন আইনজীবী তথা দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি মঙ্গলবার ব্যস্ততার কারণ দর্শাইয়া মামলা পিছোনোর আবেদন করেন। এরপরই দুই বিচারপতি শুনানি পিছাইয়া আগামী ৯ মে পর্যন্ত ওবিসি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন।

প্রসঙ্গত, এদিনই তেলেঙ্গানাতে ভোটপ্রচারে গিয়া অমিত শাহ ঘোষণা করেন, কর্ণাটকের মতোই সেখানেও ক্ষমতায় এলে মুসলিমদের সংরক্ষণ বাতিল করা হইবে। শাহের এহেন মন্তব্যের পালটা দিয়াছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি বলেন, "আসলে মুসলিম বিরোধিতা ছাড়া তেলেঙ্গানার জন্য আর কোনও পরিকল্পনা নাই বিজেপির।" এখন দেখিবার বিষয় গণদেবতারা কোন দিকে তাহাদের রায় দেন।

"আমি থাকি বা না থাকি লড়াই বন্ধ হবে না", মন্তব্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : "যে লড়াই শুরু হয়েছে, তা চলবে। যত মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, সেগুলির ব্যাখ্যা দিতে হবে। আমি হয়তো সব দিন থাকব না। কিন্তু আমি থাকি বা না থাকি লড়াই বন্ধ হবে না।"

মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্ট চত্বরে নানা গুঞ্জনের মধ্যেই যাবতীয় জল্পনার জবাব দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দুপুর ২টোর সময় এজলাসে এসেছিলেন বিচারপতি। সেখানে বসেই তিনি ঘোষণা করেন, "শুনছি কেউ কেউ রটাচ্ছে আমি নাকি ইস্তফা দিচ্ছি...! আমি পদত্যাগ করছি না। যে লড়াই শুরু হয়েছে। সেই লড়াই চলবে।"

কোন লড়াইয়ের কথা বলছেন বিচারপতি? গত এক সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে টিভিতে বিচারপতির সাক্ষাৎকার দেওয়া নিয়ে হলফনামাও জমা দিতে বলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। তাঁর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার বিষয়টিকেই বিচারপতি 'লড়াই' বলতে চেয়েছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে এজলাসে বসে তাঁর টিভিতে সাক্ষাৎকার দেওয়া এবং নিয়োগ দুর্নীতি দু'টি বিষয় নিয়েই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। তাঁর টিভিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, "ইন্টারভিউ যখন আমি দিয়েছি, তখন উত্তরও আমাকেই দিতে হবে।" তবে একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, "সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপি এখনও আপলোড হয়নি শুনলাম। অর্ডার আসুক। উত্তর দেব।"

এলএইচবি কোচ সহ চলবে গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস

গুয়াহাটি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে আরও উন্নত করার পদক্ষেপ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রচলিত আইসিএফ মডেল রেকের ১২৫১৪/১২৫১৩ গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসকে আধুনিক এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) রেকে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১২৫১৪ নম্বর গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসটি ২৭ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি থেকে এবং ১২৫১৩ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে আধুনিক এলএইচবি রেক সহ চলাচল করবে।

এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই তথ্য জানিয়ে আরও জানান, ট্রেনটি ২২টি এলএইচবি কোচ সহ সংশোধিত গঠনের সাথে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি এসি ২-টিয়ার, পাঁচটি এসি ৩-টিয়ার, ১২টি স্লিপার ক্লাস, একটি সেকেন্ড ক্লাস, একটি প্যান্ট্রি কার ও দুটি জেনারেটর কাম পাওয়ার কার থাকবে।যাত্রীদের উন্নত অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য এখন পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে থেকে যাত্রা শুরু করা ৩১টি ট্রেনকে প্রচলিত আইসিএফ থেকে এলএইচবি-তে রূপান্তর করা হয়েছে।

সব্যসাচী দে তাঁর প্রেস বার্তায় বলেন, সুরক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সহ এলএইচবি কোচগুলি আরও প্রশস্ত ও আরামদায়ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে। হাইড্রোলিক শক-অ্যাবজর্বার ও উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম সংবলিত এলএইচবি কোচগুলি প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের রাইডিং অভিজ্ঞতা ও আরাম নিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি কোচে "মডিউলার ইন্টারিওর" রয়েছে, যা সিলিং ও লাগেজ রেক এবং প্রশস্ত জানালার আলোর ব্যবস্থাকে একীভূত করে। প্রত্যেকটি এলএইচবি কোচে কন্টোল ডিসচার্জ বাথরুম সিস্টেম ও বায়ো টয়লেট রয়েছে, যা পরিবেশ অনুকূল।

তিনি জানান, ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে।

মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)

সিরাজুল ইসলাম

শিল্প বিপ্লব-আঠারো শতকের শেষ পাদে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের পর উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত, কেননা মার্কিনরা আদর্শগতভাবে শিল্পায়নে বিশ্বাসী ছিল না। উতাদন ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিল কৃষি অর্থনীতি। এ আদর্শের ভিত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস। খ্রিষ্টধর্মে কৃষিকে আদর্শায়িত করা হয়েছে, ব্যবসা- বাণিজ্য- শিল্পকে নয়। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আদর্শগতভাবে মার্কিনরা সমকালীন ফরাসিদের মতো ফিজিওক্রেসি তত্ত্ব অনুসরণ করত। এ তত্ত্বমতে, সামাজিক সুখ ও শান্তির জন্য একমাত্র প্রাকৃতিক উপায় কৃষি, যা খ্রিষ্টধর্মে বরাবর নন্দিত ছিল। মার্কিনরা কৃষিকে অর্থনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল মূলত ধর্মীয় কারণেই। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, টমাস জেফারসন, জেমস মেডিসন প্রমুখ প্রথম সারির নেতা সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসি দর্শনে বিশ্বাসী। স্বাধীনতার পর মার্কিন কংগ্রেস বাজার অর্থনীতি, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা অর্থনীতি, ব্যাংক প্রভৃতির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তবে বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও, বিশ্ববাস্তবতার নিরিখে মার্কিন কংগ্রেস সীমিতভাবে মুদ্রা ও ব্যাংক প্রবর্তনের অনুকূলে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করে ১৭৯০ সালে। তবে মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত মার্কিন দেশে কৃষি ও পণ্য বিনিময় অর্থনীতি ছিল সবচেয়ে প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত। এ ধারা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাজার অর্থনীতির রূপ ধারণ করে শিল্পবিপ্লবের পর। অর্থাৎ ১৮২০-এর দশক থেকে।

যে অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল না, যেখানে অর্থনীতি সঞ্চালিত হয়েছে সাধারণত সরাসরি কৃষিপণ্য ও শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে এবং যে অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল শিল্পবিরোধী ফিজিওক্রেসি; বিশেষ করে যেখানে ১৮১৩ পর্যন্ত সব রাষ্ট্রপতিই ছিলেন ফিজিওক্র্যাট অর্থাৎ শিল্পায়নের বিপক্ষে, সেখানে ১৮১৩ থেকে অর্থনীতিতে স্পষ্টত একটি শিল্পবিপ্লবের সূচনা বিস্ময়কর ঘটনা বটে। এই বিস্ময় বহুগুণ বেড়ে যাবে এটা মনে রাখলে যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে মার্কিনদের অভ্যন্তরীণ উতাদনব্যবস্থা নয়; এর অন্তর্নিহিত কারণ তদানীন্তন বাংলার সাথে বাণিজ্য বা সংক্ষেপে বাংলা-বাণিজ্য। অথচ, এ বাংলা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য না ছিল মার্কিন সরকারের কোনো সমর্থন-সহযোগিতা, না ছিল ভারত মহাসাগর ও বাংলা সম্পর্কে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং না ছিল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি জোগানের ব্যবস্থা। এমনকি ভারতের কোনো স্থানীয় সরকার বা অন্য কোনো এজেন্সির সঙ্গে মার্কিনদের কোনো যোগাযোগও ছিল না। এমনকি ভারত মহাসাগরের নাব্যতা-নৌ-চালনা বিষয়ে তাদের কাছে কোনো চার্ট পর্যন্ত ছিল না। এমতাবস্থায় মার্কিনরা স্বাধীনতালাভের পরপরই কীভাবে বঙ্গোপসাগরে এসে নোঙর ফেলল, এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেক নৌ-ঐতিহাসিক। ১ যা হোক, নিউ ইংল্যান্ডের ইয়াংকিরা ২ এ বিপ্লবের নায়ক। ইয়াংকি বণিকদের কলকাতা বাণিজ্যে যোগদান করার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম মার্কিন দেশে বাজার অর্থনীতি প্রচলিত হয় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই বাজার অর্থনীতিরই সরাসরি প্রভাবে অচিরেই ঘটে আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব, যা কি না পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঘটনা।

বাংলায় ইয়াংকি বণিকদের আগমন ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই, অর্থাৎ ১৭৮৪-৮৫ সাল থেকেই আমেরিকার ইয়াংকিরা বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যোগদান করে এবং বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালায় এবং অচিরেই কলকাতার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। প্রশ্ন তোলা যায়, যেখানে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায় মার্কিনদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো, সেখানে ব্রিটিশ ভারতে তাদের এমন সুস্বাগত জানানোর কারণ কী? এ অঞ্চলে বাণিজ্য করার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা সম্পর্ক না থাকা এবং হাতে কোনো পুঁজি না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করে এর পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব বাংলায় এসে খোদ ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে? এদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের পুঁজি ও নৌ-বল জোগাল কারা? কৃষিনির্ভর ও ফিজিওক্রেটিক মার্কিনদের পক্ষে অজানা-অচেনা বঙ্গোপসাগরে এসে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত এসব প্রশ্নের উদ্রেক করে। তবে এসব প্রশ্নের জট খুলে যায় যখন দেখি বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ানরা লুটপাট এবং বেআইনিভাবে গড়ে তোলা বিশাল অর্থসম্ভার পণ্যে রূপান্তরিত করে তা ইয়াংকিদের মাধ্যমে স্বদেশে চালান করছে। অর্থাৎ ইয়াংকিদের ভারত ব্যবসার মূলে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সহযোগিতা। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের লুটপাটের মাধ্যমে গড়ে তোলা ব্যক্তিগত সম্পদ স্বদেশে প্রেরণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ ইয়াংকি জাহাজে করে স্বদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ইয়াংকিদের বঙ্গ বাণিজ্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। ৩ সোজা কথায়, বাংলায় ইয়াংকিদের আগমনের মূলে ছিল প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসা করা নয়, যা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না, কেননা তাদের পুঁজির অভাব ছিল। এর মূল কারণ ছিল দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকারী ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের চোরাই সম্পদ মার্কিনদের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করার সংকল্প।

মার্কিন-বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের স্বর্ণযুগ ছিল ১৭৯৫ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত, যখন মার্কিন শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়। যা হোক, এ প্রচেষ্টায় দেখাতে চাই যে বাংলা-বাণিজ্য থেকে মার্কিনরা বিপুলভাবে বাণিজ্যিক পুঁজি নির্মাণের সুযোগ পেয়েছিল ১৮০৭ সাল পর্যন্ত। এর পর থেকে ইউরোপে ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমাগত ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের পরিবেশে এবং প্রায়ই মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা ও বণিকদের বন্দী করে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার পটভূমিতে মার্কিন কংগ্রেস এমবার্গো অ্যাক্ট (১৮০৭)- এর মাধ্যমে মার্কিনদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে মার্কিন বণিকদের মহালাভজনক বাংলা-বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক পুঁজি বিনিয়োগের বাইরে এসে অলস পুঁজিতে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে অলস বাণিজ্যিক পুঁজিকে উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বঙ্গ বাণিজ্যে রত ফ্রান্সিস কেবট লয়েল ও প্যাট্রিক ট্রেসি জ্যাকসনের নেতৃত্বে কতিপয় ভারতীয় বণিক ইংল্যান্ডের আদলে আমেরিকায়ও একটি শিল্পবিপ্লব বিকাশের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮১২ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যেই তাঁরা নিউ ইংল্যান্ডে বেনিয়া পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের মতো একটি শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হন। ৪ ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকম্যান এই গ্রুপটির নাম দেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস । ৫ এই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসই আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের রূপকার। এ গোষ্ঠীর সবাই কোনো না কোনো সময় কলকাতা বাণিজ্যের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করেন। এটা এখন সর্বস্বীকৃত সত্য যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের রূপকার ছিল বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস। এ প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য হবে মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসদের চিহ্নিত করা এবং মার্কিন শিল্পবিপ্লবে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করা।

> ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই, অর্থাৎ ১৭৮৪-৮৫ সাল থেকেই আমেরিকার ইয়াংকিরা বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যোগদান করে এবং বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালায় এবং অচিরেই কলকাতার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

শিল্পবিপ্লবের আগে মার্কিনদের অর্থনৈতিক জীবনধারা- কলকাতা বাণিজ্যে যোগদানকালে মার্কিনদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল, এ ব্যাপারে সামান্য দৃষ্টিপাত প্রাসঙ্গিক। দাসশ্রমভিত্তিক কৃষি ছিল স্বাধীনতা- পূর্ব মার্কিন অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। আদর্শিকভাবে মার্কিন কৃষক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসি মতবাদে বিশ্বাসী। এ মতবাদ অনুসারে, মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতি রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ কৃষি অর্থনীতি। ফিজিওক্রেসি তত্ত্বমতে, অর্থনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত কৃষি, কেননা একমাত্র কৃষি অর্থনীতিই সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে সক্ষম। সর্বোচ্চ সুখ ও শান্তির জন্য ফিজিওক্রেসি দর্শন সুপারিশ করে মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রেখে জীবনধারণের জন্য, অর্থাতকৃষির ওপর মূল উৎপাদনকাঠামোকে স্থাপিত করার জন্য। ফিজিওক্রেসি মতবাদ অনুসারে অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প মানুষে মানুষে আর্থসামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং ওই ব্যবধান থেকে উদ্ভূত হয় শ্রেণিবৈষম্য এবং শ্রেণিতে শ্রেণিতে, জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ। মার্কিন সমাজ ফিজিওক্রেসিকে এমন একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যে আদর্শ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বহীন ও ভারসাম্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মার্কিনদের মধ্যে কৃষি এমনই একটি আদর্শ ছিল যে, কোনো বিদেশি নতুন ঔপনিবেশিক আগন্তুক এলে তিনি নির্দ্বিধায় কৃষিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। মার্কিনদের বিশ্বাস ছিল, মানুষে মানুষে সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র কৃষি, যা প্রকৃতির ভারসাম্য কখনো বিনষ্ট করবে না। উল্লেখ্য যে, মার্কিন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কট্টরভাবে ফিজিওক্রেসি মতবাদের অনুসারী। ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন, অ্যাডামস, জেফারসন, ম্যাডিসন প্রমুখ নেতা কৃষিকে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও জাতির আদর্শ হিসেবে গণ্য করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কৃষিই ছিল মার্কিন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই আন্তএশীয় বাণিজ্য এবং আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, সুশীল চৌধুরী, রজত দত্ত, ওম প্রকাশ, অনিরুদ্ধ রায়, সঞ্জয় সুব্রামনিয়ম, রিচার্ড ইটন, ডাইটমার রটরমন ও আরও অনেক নৌ-পণ্ডিতের গবেষণায় দেখা যায়, বঙ্গোপসাগর ছিল প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত আন্তমহাসাগরীয় বাণিজ্যে ভারত মহাসাগর, বিশেষ করে এর বঙ্গোপসাগর এলাকা, বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাসে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁদের মতে, আধুনিক ইউরোপে প্রথমে বাণিজ্যিক বিপ্লব এবং পরে শিল্পবিপ্লব পুষ্টি লাভ করেছে মূলত ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য থেকে। তবে তাঁদের গবেষণায় পশ্চিমা দেশের একটি জাতির বাণিজ্যিক উপস্থিতি ও গুরুত্ব এখনো ঐতিহাসিকভাবে আলোচনায় আসেনি, যদিও সে জাতির প্রাথমিক রূপান্তরে সবচেয়ে বড় এবং সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য। এটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই মার্কিন দেশের ইয়াংকিদের অর্থাতনিউ ইংল্যান্ডের বণিকদের বঙ্গোপসাগর এলাকায় আগমন মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু যদিও এ ঘটনার পরিব্যাপ্তি মার্কিনদের বিশ্বসমাজে আবির্ভাব ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, তথাপি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমেরিকার বিদ্যমান ইতিহাসে কোনো আলোচনা দেখা যায় না। মার্কিন জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বঙ্গ-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক, কেননা এ অধ্যয়টি হলো আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের অধ্যায়। এ প্রবন্ধে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে ১৮১২-১৮২৫ সময়কালে প্রথম মার্কিন শিল্পবিপ্লব যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই পুঁজির মালিক হয়েছেন বাংলা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং বাংলা- বাণিজ্য থেকে অর্জিত পুঁজিই তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন আমেরিকার শিল্পায়নে। কিন্তু মার্কিন শিল্পায়নের ইতিহাসে বাংলা-বাণিজ্যের ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত। মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নিউ ইংল্যান্ডের এই শিল্পবিপ্লবের পুঁজি কীভাবে এবং কোথা থেকে আহরিত হলো সে ব্যাপারে সব ঐতিহাসিক নীরব। মার্কিন শিল্পবিপ্লবের উদ্যোক্তারা বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে পরিচিত। কারা ওই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস? কোথা থেকে এল এঁদের পুঁজি? মার্কিন ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে নীরব। তাঁরা জোর দিয়েছেন জাতীয় চরিত্রের ওপর, মেধা ও নেতৃত্বের ওপর। এ প্রবন্ধে আমরা জানাতে চাই যে মার্কিন দেশের প্রথম শিল্পবিপ্লবের যাঁরা কর্ণধার, বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে যাঁরা ইতিহাসে খ্যাত, তাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত এবং কলকাতা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই তাঁরা মার্কিন মুলুকের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি পুঁজিপতি শ্রেণিতে পরিণত হন। ইয়াংকি বণিকেরা নিরপেক্ষ জাতি হিসেবে যখন কলকাতা বাণিজ্য থেকে অধিক থেকে অধিক হারে মুনাফা অর্জন করছিলেন, তখন শুরু হয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের ওপর। মার্কিন বাণিজ্যের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের প্রভাব লক্ষ করার আগে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিনদের বাণিজ্যের পরিধি ও তাৎপর্যের ওপর কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। *ক্রমশঃ*

ভূমিকম্প থেকে বিপদমুক্ত নয় ভারত উপমহাদেশ

শোভানলাল চক্রবর্তী

তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই লেখা লেখার সময় সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৮০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না বিষয়টা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এই সংখ্যা কিছুই নয়। প্রাথমিকভাবে যা মনে করা হয়েছিল, তার আট গুণ বাড়তে পারে প্রাণহানি। আহতের সংখ্যার কোনও হিসেব নেই। এ ভূমিকম্পকে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলোর একটি বলে মনে করা হচ্ছে। একই কারণে ১৮২২ সালেও এখানেই ভূকিম্প হয়েছিল। বিশ্বের যেসব এলাকা ভূমিকম্প হয়েছিল। বিশ্বের যেসব এলাকা ভূমিকম্প প্রবল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তুরস্কের এই এলাকাটি তার অন্যতম। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই এলাকার মাটির নীচে থাকা অ্যারাবিয়ান প্লেটটি উত্তর দিকে সরে গিয়ে আনাতোলিয়ান প্লেটে ধাক্কা দিলে এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আলাদা আলাদা বিট বা প্লেট টেকটোনিক দিয়ে তৈরি হয়েছে, যা নিচের নরম পদার্থের ওপরে ভাসছে। সারা পৃথিবীতে এরকম বড় সাতটি প্লেট এবং অসংখ্য ছোট ছোট সাব-প্লেট রয়েচে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, এগুলো যখন সরে যায় বা নড়াচড়া করতে থাকে বা একটি অন্যদিকে ধাক্কা দিতে থাকে, তখন ভূ-তত্ত্বের মাঝে ইলাস্টিক এনার্জি শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। সেটা যখন শিলার ধারণ ক্ষমতার পেরিয়ে যায়, তখন সেই শক্তি কোন বিদ্যামান বা নতুন ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে কম্পন তৈরি হয়, সেটাই হচ্ছে ভূমিকম্প। যেসব স্থানে একটি প্লেট এসে আরেকটি প্লেটের কাছাকাছি মিশেছে বা ধাক্কা দিচ্ছে বা ফাটলের তৈরি হয়েছে, সেটাকে বলা হয় ফল্ট লাইন। এর আশেপাশের দেশগুলো ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি থাকে। বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলো শনাক্ত করতে জাতিসংঘ গ্লোবাল সিসমিক হ্যাজার্ড অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম নামে একটি কর্মসূচি চালু করেছিল। সেটার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর ভূমিকম্প পবণ অঞ্চলগুলোর একটি মানচিত্র তৈরি করা যাতে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে প্রস্তুতি নিতে সায়তা করবে।

প্রায় ১২ বছর ধরে ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, ভারত ও বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে কিছু তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। যেখানে তাঁরা বলছেন, ভারত ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এবং মায়ানমারের কিছু অংশে প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলটির বিস্তার প্রায় ২৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। এতে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 'নেচার জিওসায়েন্স' পত্রিকায় তাঁদের গবেষণা পত্রটিও প্রকাশিত হয়েছিল। সারা বিশ্ব অনেকগুলো টেকটোনিক প্লেটের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। যখন এসব প্লেট নড়াচড়া করে, যেসব দেশ বা এলাকা সেই প্লেটগুলোর ওপরে অবস্থিত, সেখানে ভূমিকম্প দেখা যায়। হিমালয়ে পাদদেশে নেপাল যে টেকটোনিক প্লেটের ওপরে বসে রয়েছে, সেটার ওপরেই রয়েছে ভারতের উত্তর অংশ। ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মকর্তা রজার মুসন বিবিসিকে জানিয়েছেন, "সেখানে কোন ভূমিকম্প হলে শনিবারের তুরস্কের ভূমিকম্পের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে।" বিশেষ করে কাঠমান্ডুর মতো শহরগুলো বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ এই শহরটি নরম শিলা পাথরের পুরু স্তরের ওপরে তৈরি হয়েছে। ফলে ভূমিকম্প হলে সেখানে কম্পন বেশি অনুভূত হবে।

> ইউনিবার্সিটি অব অক্সফোর্ডের গবেষক জন ইলিয়ট বলেছেন, 'এই শবরটি ফল্ট লাইনের একেবারে চূড়ায় বসে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার এই ফল্ট লাইনটি নড়াচড়া করেছে এবং ভবিষ্যতেও ভূমিকম্পের কারণ হয়ে উঠতে পারে'। ভারত আর ইউরোশিয়ান মাঝে প্লেটের সংঘর্ষের কারণ বড় ধরনের ভূমিকম্পে ঝুঁকিতে রয়েছে চিন।

২০১৫ সালে ইন্ডিয়ান প্লেট এবং তিব্বত প্লেটের সংঘর্ষে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পে ৯ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু আর এক লাখের বেশি মানুষ আহত হয়েছিল। তুরস্ক হচ্ছে আরেকটি দেশ যা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে। উত্তর আনাতোলিয়ান ফল্ট লাইনটি তুরস্কের পূর্ব থেকে পশ্চিমে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে। সেখানে অ্যারাবিয়ান প্লেটটি উত্তর দিকে সরে গিয়ে আনাতোলিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দিয়ে সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনাটি ঘটে। বিশেষ করে ইস্তাম্বুলের একটি অশ এই ফল্ট লাইনের কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে দুইটি প্লেট একে অপরে সঙ্গে প্রায়ই ঘষা লালছে এবং বিভিন্ন সয়ে ওঠানামা করছে। ফলে এই এলাকায় মাঝেমাঝেই ভূমিকম্প তৈরি হচ্ছে। এই এলাকাতেই ১৮২২ সালে ভয়াবহ ৭ দশমিক ৪ মাত্রার একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। ইরানের রাজধানী তেহরান বসে হয়েছে আরেকটি সক্রিয় ফল্ট লাইন, অ্যারাবিয়ান প্লেটের এপরে। ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের গবেষক জন ইলিয়ট বলেছেন, এই শহরটি ফল্ট লাইনের একেবারে চূড়ায় বসে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার এই ফল্ট লাইনটি নড়াচড়া করেছে এবং ভবিষ্যতেও ভূমিকম্পের কারণ হয়ে উঠতে পারে।' ভারত আর ইউরেশিয়ান মাঝে প্লেটের সংঘর্ষের কারণে বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে চিন। ২০০৮ সালে ওয়েনচুয়ান ভূমিকম্পে ৯০ হাজার মানুষ হতাহত হয়েছিল। সেই সময় প্রায় ৫০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছিল। টোকিও শহরের কাছাকাছি বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে বলে অনেকেদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছে। সেই জন্য জাপানিরা ভালোমতোই প্রস্তুতি নিয়ে রেয়েছে।

২০২১ সালে টোকিওতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে ভূকম্পনে যতো না মানুষ হতাহত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি মারা গেছে সুনামির কারণে। জাপারেন মতো ইন্দোনেশিয়া, ফিজি এবং টঙ্গার মতো দেশগুলো প্রতিবছরই ছোট ছোট ভূমিকম্প রেকর্ড করে থাকে। কারণ অস্ট্রেলিয়ান প্লেটটি ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে জড়িয়ে রয়েছে। জাপানেও এর অংশ বিশেষ পড়েছে। ২০১৪ সালে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে যখন ৯.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন সেটি রেকর্ড তৈরি করে এবং ইতিহাসের বৃহত্তম সুনামির জন্ম দেয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেল কেরল

কোচিতে ওয়াটার মেট্রোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকালে তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিরুবনন্তপুরম—কাসারগড় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। অত্যাধুনিক এই ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর ট্রেন ভ্রমণকারী শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সকালে তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং লোকসভার সাংসদ শশী থারুর প্রমুখ। সেখান থেকে রোড শো করে তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী, এরপর কেরলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন তিনি।

এদিকে, কোচির বাসিন্দাদের জন্য সুখবর, কেরলের এই শহরের আশপাশের বহু দ্বীপে যাতায়াতের জন্য এ বার থেকে তাঁদের ঘরের কাছেই হাজির থাকবে 'কোচি ওয়াটার মেট্রো'। ২৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার এই নয়া পরিবহণ ব্যবস্থার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যাটারি চালিত এই ওয়াটার মেট্রো ১০টি দ্বীপকে সংযুক্ত করবে। 'ওয়াটার মেট্রো''' দেশকে উৎসর্গ করার পাশাপাশি মঙ্গলবার তিরুবনন্তপুরমে আরও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে তিরুবনন্তপুরমের ডিজিটাল সায়েন্স পার্কের শিলান্যাসও। দেশে এই প্রথম জলপথে মেট্রো চলাচল করবে। কোচির মতো ছোট শহরের বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও নয়া আকর্ষণ হতে পারে এই পরিবহণ ব্যবস্থা। এই মেট্রোর হাত ধরে রাজ্যের পর্যটন শিল্প লাভবান হবে বলে দাবি করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। নামে মেট্রো হলেও আদতে এগুলি এক একটি ব্যাটারিচালিত বোট। কোচির জলপথে ৭৮টি বিদ্যুৎচালিত হাইব্রিড বোট চলবে। সে জন্য ৩৮টি টার্মিনাল তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে কোচি শিপইয়ার্ডে তৈরি হয়েছে ২৩টি বোট। ব্যাটারিচালিত এই বোটগুলি ১৫ মিনিটে পুরোপুরি চার্জ করা যাবে।

অনদিকে, বিগত ৯ বছর ধরে ভারতে যোগাযোগ পরিকাঠামোয় অভূতপূর্ব গতিতে, অভূতপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কাজ হচ্ছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি... বিদেশে বসবাসকারী প্রবাসীরাও এই ক্ষমতার সুবিধা পাচ্ছেন। বিগত ৯ বছর ধরে ভারতে যোগাযোগ পরিকাঠামোয় অভূতপূর্ব গতিতে, অভূতপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কাজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন আমরা দেশের গণপরিবহন ও লজিস্টিক সেক্টরকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত করছি। আমরা ভারতীয় রেলের স্বর্ণযুগের দিকে এগোচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সরকার সমবায় ফেডারেলিজমের উপর জোর দেয়। আমাদের সরকার রাজ্যের উন্নয়নকে দেশের উন্নয়নের সূত্র হিসাবে বিবেচনা করে। কেরলের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন দ্রুত হবে... আমরা এই সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করছি। মোদী বলেছেন, কেরল সাক্ষরতা, কঠোর পরিশ্রম, ক্ষমতা এবং বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ একটি রাজ্য। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছেন। এই পরিস্থিতিতেও ভারত প্রাণবন্ত হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে বাবা কেদারনাথে প্রথম পুজো

দেহরাদুন, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : বাবা কেদারনাথ ধামে প্রথম পুজো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে। রাওয়াল ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ এবং পূজারি শিবলিঙ্গ ও ধর্মাচার্যরা প্রার্থনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হেলিকপ্টারে করে ভক্তদের ওপর ফুল বর্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও কেদারনাথ সহ তিনটি পবিত্র স্থানের পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়। আগামী ২৭ এপ্রিল ভক্তদের দর্শনের জন্য ভগবান বদ্রী বিশালের দরজাও খুলে দেওয়া হবে।

বাবা কেদারনাথ ধামের দরজা খোলার সময় মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি কেদারনাথে প্রার্থনা করেন এবং দেশ ও রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বাবা কেদারনাথ দর্শন করতে আসা ভক্তদের স্বাগত জানান। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রধান সেবক আয়োজিত ভান্ডারা কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রা নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাত্রার জন্য সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরও সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। বিগত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভ্রমণ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে কাজ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার কারণে কেউ যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেজন্য তিনি বাবা কেদার দর্শনে আগত ভক্তদের আবহাওয়ার খবর জেনে বাবা কেদার দর্শন করতে অনুরোধ করেছেন।

বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা অভিষেকের

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : তৃণমূলের 'নবজোয়ার যাত্রা'র প্রথম দিন বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিনহাটার বামনহাটের সাহেবগঞ্জ এলাকায় অভিষেকের তাঁবুতে যান বিএসএফের গুলিতে নিহত প্রেমকুমার বর্মণ এবং মোজাফ্‌ফর রহমানের পরিবারের সদস্যরা।

সেখানে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। খোঁজখবর নেন দু'টি পরিবারের। অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কোচবিহারের মাথাভাঙার জনসভায় অভিষেক মঞ্চে ডেকে নিয়েছিলেন নিহত রাজবংশী যুবক প্রেমকুমারের বাবা শিবেন বর্মণ এবং মা সুখমণিকে।

অভিযোগ, ২০২২ সালের ৩০ জুন বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল দিনহাটা গীতালদহের বাসিন্দা মোজাফ্‌ফরের। মঙ্গলবার তাঁর স্ত্রী বিলকিস খাতুন বিবি এবং তার কন্যা দিনহাটার বামনহাটে দেখা করতে যান অভিষেকের সঙ্গে।

তার আগে মোজাফ্‌ফরের স্ত্রী বিলকিস খাতুন বিবি বলেন, "আমি যাতে সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে পারি, সে জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসেছি। আমার একটা কাজ চাই।" স্বামীর মৃত্যুদিনের প্রসঙ্গ টেনে বিলকিসের বক্তব্য, "আমার স্বামী প্রতি দিনের মতো মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। তার পর আর ফেরেননি। পর দিন তাঁর দেহ পাওয়া যায়।"

দিনহাটার গীতালদহে বাড়ি প্রেমকুমারের। অভিযোগ, ২০২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় পরিযায়ী শ্রমিক প্রেমকুমারের। মঙ্গলবার প্রেমকুমারের মা সুখমণি এবং বাবা শিবেন দেখা করতে যান অভিষেকের সঙ্গে। সুখমণি বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমরা কেমন আছি জানতে চেয়েছেন। উনি আমাদের খোঁজখবর নেন।" মঙ্গলবার কোচবিহারে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে অভিষেকের। তার মধ্যে ছিল বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টিও।

কালিয়াগঞ্জে ছাত্রীমৃত্যু: দ্রুত শুনানির আরজি খারিজ হাই কোর্টে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় দ্রুত শুনানির আরজি খারিজ করল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আরজি জানান মামলাকারীর আইনজীবী।

তাঁদের আশঙ্কা, সময় যত গড়াবে তত তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হতে পারে। তাই বুধবার মামলাটি শুনানির জন্য রাখার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, দ্রুত শুনানি করা সম্ভব নয়। আগামী সোমবার মামলার শুনানি হবে।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটায় এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে।

ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে ২ জনকে গ্রেফতার করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। কালিয়াগঞ্জে ছাত্রীমৃত্যুর জের আদালতের দোরগোড়ায় রয়েছে।

ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত-সহ একাধিক দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে সরব জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। আর পুলিশের দাবি, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর।

ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস। মামলায় মৃতার পরিবারকে যথাযথ নিরাপত্তা, এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের দাবি তোলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মামলার আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী। তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা: মনসুখ মান্ডাভিয়া

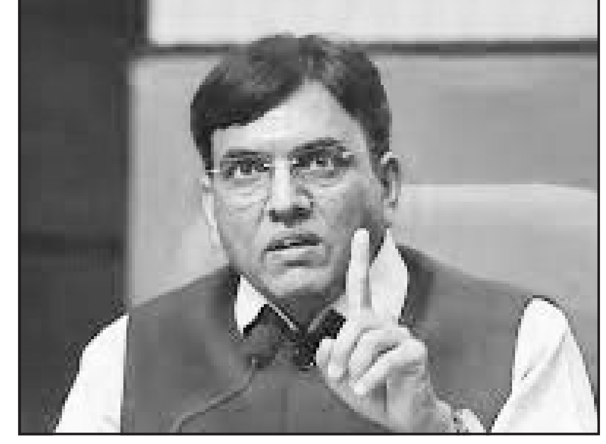

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবসে ভারত বিভিন্ন সরকারি কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং উদ্ভাবনী সমাধানের সাহায্যে ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা ভারতের লক্ষ্য বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া বলেন। জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এদিনে সবাইকে ম্যালেরিয়া মুক্ত ভারতের লড়াইকে শক্তিশালী করার শপথ নিতে হবে। প্রসঙ্গত, আজ ২৫ এপ্রিল ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালিত হয়। শুরু হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের ৬০ তম অধিবেশন ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রস্তাব করেছিল যে আফ্রিকায় পালিত ম্যালেরিয়া দিবসটিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া দিবসে পরিবর্তন করা হবে। ২০০৮ সাল থেকে ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালিত হয়।

দেশে কোভিড-এ ৬৩-হাজারের গণ্ডি পেরোল সক্রিয় রোগী, মৃত্যু ১৫ জনের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই কমেছে, মৃত্যুর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬,৬৬০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৩,৩৮০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৩৬৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,১১,০৭৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৯৪৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৪৪,৬৭৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১,৮৯,০৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কলকাতার তাপমাত্রা পৌঁছল ২৩.২ ডিগ্রিতে, আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত মনোরমই রয়েছে আবহাওয়া, তাপমাত্রার পারদও নিম্নমুখী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় রোদের তাপ সেভাবে অনুভূত হবে না। বুধবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলবে বৃষ্টি। এই সময়ে তিলোত্তমার আকাশ থাকবে মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিতেও ভিজবে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ৩ দিনে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে তার পর থেকে আবার তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি করে বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগের দিনের তুলনায় মঙ্গলবার সামান্য কমল কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। এদিনই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া।

অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রাকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি স)। "নতুন তৃণমূল হয়েছে। মমতার তৃণমূল হয়তো উঠে গিয়েছে। ওই নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন।" মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তৃণমূলে 'নবজোয়ার আনতে' মঙ্গলবার থেকে অভিষেক শুরু করেন জনসংযোগ যাত্রা। তার আগে অভিষেকের এই কর্মসূচিকে লক্ষ্য করে এদিন নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর দিলীপবাবু তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সমালোচনায় সরব হন।

দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, "নতুন তৃণমূল হয়েছে। মমতার তৃণমূল হয়তো উঠে গিয়েছে। ওই নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। তৃণমূল হয়তো এভাবেই আবার সর্বভারতীয় পার্টি হওয়ার চেষ্টা করছে। জানি না এটা কতটা যুক্তিযুক্ত। রাজনীতির ধারা এখন এরকম হয়ে গিয়েছে। আমরা ও বাংলার মানুষ অন্য রাজনীতি দেখে অভ্যস্ত। জানি না কার সঙ্গে সংযোগ করবেন?"

তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলের যে নেতারা সিবিআইয়ের ডাক পাচ্ছেন, তাঁদের কুশল সংবাদ জানতে গিয়েছেন হয়তো অভিষেক। দলে পুরনো লোক আর কে কে আছেন, হয়তো সেটাই দেখতে গিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেছেন, আগে তৃণমূলের থেকে বলা হয়েছিল সব প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন। এখন বলা হচ্ছে প্রার্থী মানুষ ঠিক করবেন। আসলে দুর্নীতির ফাঁস থেকে বাঁচতে তৃণমূল নতুন কৌশল নিয়েছে। মেদিনীপুরের সাংসদের আরও দাবি, মানুষ এখন তৃণমূলের থেকে বাঁচতে চাইছেন।

শুধু অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রা নয়, একাধিক ইস্যুতে এদিন সকালে সেই তালিকায় কালিয়াগঞ্জের ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে মমতার বৈঠক, দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের মতো বিষয়গুলিও।

ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো সময়ের প্রয়োজন, ভারত এখন তা বিশ্বাস করে : পীযূষ গোয়েল

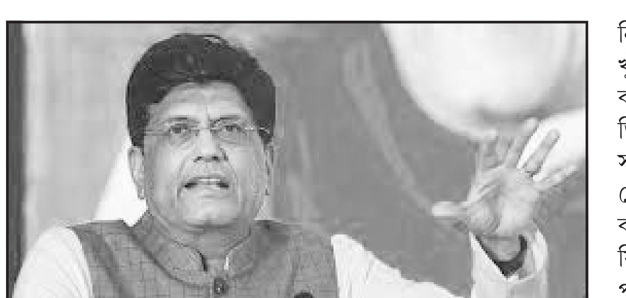

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ক্ষতি না করেই, ই-কমার্সকে ভারতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসাবে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স এনাবলিং ভারত ২.০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ই-কমার্স স্পেসে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির প্রাধান্য থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যা এবং সারা দেশে ছোট খুচরা বিক্রেতাদের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, যদিও ই-কমার্স ভারতের খুচরা বাণিজ্যের মাত্র তিন থেকে চার শতাংশকে প্রভাবিত করে তবে নীতিনির্ধারকদের এটি নিয়ে ভাবতে হবে এবং সমাধান খুঁজতে হবে। গোয়েল জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বাস করে ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো সময়ের প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ইউপিআই শত শত ফিনটেক কোম্পানি এবং সেক্টরাল পরিষেবার সুযোগ দিচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরে মন্ত্রী বলেছেন, ভারত সমগ্র দেশে নির্বিঘ্নে ভ্যাকসিনগুলি রোল-আউট করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওএনডিসি একটি আন্তঃঅপারেবল নেটওয়ার্ক তৈরি করার একটি সিস্টেম ব্যবহার করছে, সহযোগিতার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের অনুমতি দেয়, ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সাহায্য করার জন্য একটি ইন্টারফেস তৈরি করে এবং তাই জয়ের সমাধানের দিকে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাস ইস্যুতে পাকিস্তানকে কড়া জবাব জয়শঙ্করের

পানামা সিটি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জানান, 'একটা প্রতিবেশীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে যখন সে আমাদের বিরুদ্ধে সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদের কার্যকলাপ করে।' জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আমরা বারবার বলে আসছি তাদের কাজে প্রমান করে দেখাতে হবে যাতে সীমান্তে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ না হয়। আমরা প্রতিনিয়তই আশা করি আমরা একদিন এই পর্যায়ে পৌছে যাব।'

সোমবার দু''দিনের সফরে পানামাতে পৌছন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সেখানে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে নিয়ে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন এস জয়শঙ্কর। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চে

সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারান ৫ জন জওয়ান। সেই হামলার কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তানকে কড়া দিয়েছেন জয়শঙ্কর।

স্কুল বাসে ধাক্কা ট্রাকের, জখম ১৫ জন পড়ুয়া

মুর্শিদাবাদ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে স্কুল বাসে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। গুরুতর জখম হয়েছে ১৫ জন পড়ুয়া। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার অন্তর্গত আখের মিল এলাকায়। এদিন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল বাসে একটি ১৬ চাকা লরি ধাক্কা মারে।ওই স্কুল বাসেই ছিলেন পড়ুয়ারা। জখম ১৫ জন পড়ুয়াকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। তিনজন ছাত্রের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। বাসের চালকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

এই ৫ বদঅভ্যাস সময়ের আগেই মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়ে

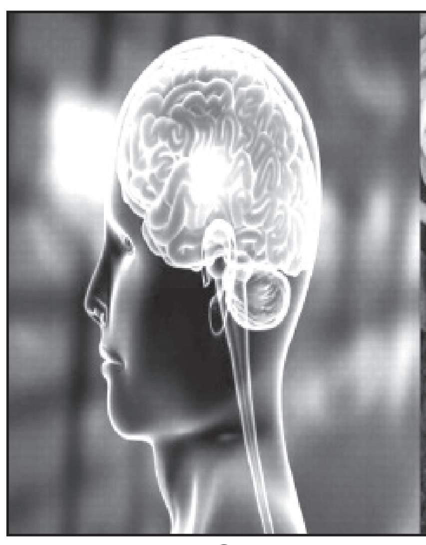

মন হল আমাদের শরীরের পাওয়ার হাউস। কথায় বলে, মুখ হল মনের আয়না। শরীরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে মনের উপরেই। আর তাই "মাথা" সুস্থ রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি। আমাদের রোজকারের কিছু অভ্যাস অজান্তেই মস্তিষ্কের উপর প্রভাব ফেলে। আর তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সব অভ্যাস দূর করতে পারলেই সবচাইতে ভাল। কারণ খারাপ এই অভ্যাস তাড়াতাড়ি মন থেকে বুড়ো করে দেয়। সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। মস্তিষ্কের কার্যকলাপ কমে যায় সেই সঙ্গে মস্তিষ্ক নতুন কোনও কিছু আর শিখতে পারে না। তাই মস্তিষ্ক সচল রাখতে আজ থেকেই একেবারে বাদ দিন এই সব খাবার। তাহলে ৯০ বছর বয়সেও ঘোড়ার মত ছুটবে মস্তিষ্ক

আলু- ভারতীয় যে কোনও খাবারে আলু থাকবেই। এই আলু আমাদের সকলেরই খুব পছন্দের সবজি। মাছের ঝোলে আলু, পোস্ত তে আলু, মাংসের ঝোলে আলু, আলু সিদ্ধ, আলু ভাজা, আলু ভর্তা আলু মানেই কার্বোহাইড্রেট। এর মধ্যে শর্করা আর চর্বি প্রচুর পরিমাণে থাকে। মুখরোচক যে কোনও জাঙ্ক ফুডের মধ্যেই উপাদান হিসেবে থাকে আলু। প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়িয়ে দেয় আলু। যদি প্রতিদিন আলু খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে অ্যালঝাইমার্স বা পার্কিনসনের মত রোগ তাড়াতাড়ি জাঁকিয়ে বসে।

আমাদের যা জীবনযাত্রা, কর্মজীবন তাতে দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই কেটে যায় এসির মধ্যে। মানুষকে রোদে বেশি বেরোতে হয় না। ফলে শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা দেয়। নিয়মিত ভাবে ভিটামিন ডি কম হতে থাকলে তখন মস্তিষ্কের উপর প্রভাব পড়ে। স্মৃতিশক্তিও কমে যায়। বিষন্নতা, ডিমনেশিয়া, অটিজম, সিজোফ্রেনিয়ার মত রোগ জাঁকিয়ে বসে। যে যত অলস তার মস্তিষ্ক তত কম কাজ করে। সারাদিন যদি বিশ্রাম আর অলসতার মধ্যে দিয়েই কাটে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্তচলাচল করে না, স্নায়ুও দুর্বল হতে শুরু করে। এছাড়াও পুষ্টির অভাবে কোষ ধীরে ধীরে তার শক্তিক্ষয় করতে থাকে।

যে কোনও রকম নেশাই মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকারক। তা সে হোক মদের নেশা বা চা-এর নেশা। অ্যালকোহল মস্তিষ্কের কোষে প্রদাহ সৃষ্টি করে। যার ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, চিন্তা করার ক্ষমতাও কমে যায়। কিছু মানুষ একেবারেই অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না। নিজেকে বাড়িতে তালাবন্ধ রাখতেই পছন্দ করে। ফলে যাবতীয় নেগেটিভিটি মনের মধ্যে চেপে বসে। যার ফলে সহজেই ডিপ্রেশন আসে।

কাটাছেঁড়া জাগায় করুন ঘরোয়া চিকিৎসা

ঘরের নানা কাজ করতে গিয়ে হাত-পা কিংবা শরীরের অন্য কোনো জায়গা কেটে যেতেই পারে। একটুখানি অসাবধনতায় কাটাছেঁড়ার সম্মুখীন হতে হয়। আর হঠাতএমন ছোটখাটো দুর্ঘটনায় কী করতে হবে বুঝতে না পেরে প্রায় সময়ই আমরা ভুল করে বসি। সঠিক উপায়গুলো জানা থাকলে আর এমন সমস্যায় পড়তে হয় না।

কেটে গেলে কীসে কেটেছে, সেদিকে নজর রাখুন।

লোহা বা জং ধরা কিছুতে কাটলে চিকিতকের পরামর্শের সঙ্গে অবশ্যই সংক্রমণরোধী ইঞ্জেকশন নিন। কেটে গেলে প্রথমেই জায়গাটা ভালো করে ধুয়ে নিন। অনেকেই নানা সুগন্ধী সাবান দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করেন। সেটা না করে বরং ব্যবহার করুন অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়াল সাবান।

ক্ষতস্থান ধুয়ে তার উপর একটি পরিষ্কার কাপড় বা গজ চেপে ধরলে রক্ত ক্ষরণ খানিকটা কমে। গাঢ় হয়ে কাটলে ক্ষতস্থানের মুখে চিনি লাগিয়ে নিন। চিনির দানা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

হাতের কাছে মজুত রাখুন সংক্রমণরোধী নানা মলম ও ওযুধ। রক্তক্ষরণ কমলে বাড়িতে থাকা মলম স্থানটিতে লাগিয়ে গজ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন।

কাটাছেঁড়ায় তুলো দেয়া আমাদের অভ্যাস। কিন্তু কাটাছেঁড়ায় তুলো দিলে, তুলোর আঁশ ত্বকে আটকে যায়, তাই তুলোর পরিবর্তে গজ কাপড় ব্যবহারই ভালো।

হালকা কাটাছেঁড়া নিয়ে বাইরে বেরতে হলে তা ব্যান্ডেজে ঢেকে রাখুন। কিন্তু বাড়িতে থাকাকালীন কিছুটা সময় মলম বা ওযুধ লাগিয়ে ক্ষতস্থানে বাতাস লাগতে দিন। এতে ক্ষত শুকাবে তাড়াতাড়ি।

ডায়াবেটিস থাকলে অনেকসময় ক্ষত শুকোতে দেরি হয়। কিন্তু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নন এমন কারো দীর্ঘদিন ক্ষত না শুকালে চিকিতকের পরামর্শ নিন। কেটে যাওয়ার পর রক্তপাত বন্ধ না হলে, ক্ষতে জ্বালা দেখা দিলে চিকিৎসককে জানান।

যেখানে সেখানে বমি বমি ভাব

বমি শরীরের অপাচ্য খাবার ও দূষিত পদার্থের উদ্গমন ছাড়া আর কিছুই না। যা আমাদের দেহের অভ্যন্তরের একটি অত্যন্ত সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা শরীর নিজের সিস্টেমকে বিশোধন করে মাত্র। অনেকসময় বমি না হলেও আমাদের বমি বমি ভাব কিন্তু অনুভূত হয়েই থাকে যা যথেষ্ট অস্বস্তিকর এবং বিরক্তির কারণ বটে।

ফুড পয়জনিং, মোশন সিকনেস, হ্যাংওভার ইত্যাদির কারণে বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই বমির উপক্রম হলে বা বমির ভাব এলে কি করা উচিত

১.পুদিনা / মৌরি- খাবার পর মৌরি বা পুদিনা থাকলে চিবিয়ে খান তাতেও কাজ হবে। এটি কাছে রাখতে পারেন। বমি ভাব লাগলেই এটি খান। আপনার বমির সমস্যা থক্লে ব্যাগে রাখবেন এটি।

২.দারুচিনি- দারুচিনি অনেকেই মুখে রাখতে পছন্দ করেন মুখের গন্ধ দূর করার জন্য। কিন্তু এর ঝাঁঝালো গন্ধ বমিভাব চট করে দূর করে দেয়। তবে যদি কারো অসুবিধে থাকে তবে জলে সেদ্ধ করে সেই ঈষতউষ্ণ জল ধীরে ধীরে

পান করলেও তা পাকস্থলীকে আরাম দেবে এবং সাথে ব্যাকটেরিয়া ও ধ্বংস করবে।

৩.আদা- আদা কুচিয়ে চিবোতে পারেন বা জলের সাথে আদার রস মিশিয়েও পান করতে পারেন। আদার উগ্র ঝাঁঝ বমির ভাবকে ততণাতদূর করে দেবে।

৪.শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ- শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেও ফল পেতে পারেন হাতে নাতে। এটির একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে বুকভর্তি লম্বা শ্বাস নিন নাকে। এরপর তা কিছুসময় ধরে রাখুন শরীরে। তারপর মুখ দিয়ে তা আস্তে আস্তে ছাড়ুন। এটি আপনার নার্ভাস সিস্টেমকে স্থিরতা দিয়ে আপনার উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে।

৫.লেবু- টক জাতীয় জিনিস এমনিতেই অম্বল ভাবকে কাটিয়ে দিতে ওস্তাদ। তাই বমিভাব অনুভব করলেই লেবুরস পান করলে তা বমিভাব তো কাটাবেই বরং লেবুর ভিটামিন সি সহ অন্যান্য খনিজ উপাদান আপনার দুর্বলতা কাটিয়ে আপনাকে করে তুলবে তরতাজা।

৬.কব্জির ভূমিকা- এখানে আপনাকে তর্জনীর সোজাসুজি কব্জির অংশে তিনটি আঙ্গুল দ্বারা ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে ২-৩বার ম্যাসাজ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া কিছুবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ১০ মিনিট পর দেখবেন বমি ভাব একেবারে নেই।

আপনার আলসার হয়েছে কিনা বুঝতে পারবেন যেসব লক্ষণে

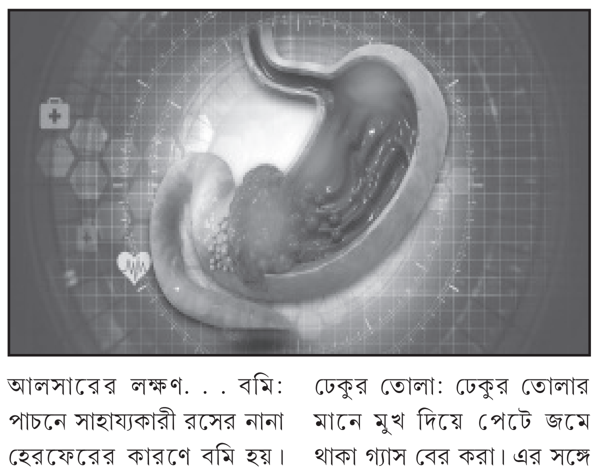

আলসার বা পেটের ভিতরে অন্ত্রের দেওয়ালে ঘা হওয়া এখনকার দিনে অনেকেরই সমস্যা। খাবারে অনিয়ম, ভাজা-পোড়া বেশি খাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের কারণে এখন অধিকাংশ মানুষই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভোগেন। এই গ্যাস্ট্রিকই এক সময় রূপ নিতে পারে আলসারে। পাচনে সাহায্যকারী রস নিঃসরণে গোলমালের কারণেই আলসারের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, যদি এই সমস্যাকে এড়িয়ে চলেন তাহলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। অ্যালকোহলে অভ্যস্ত হওয়া, ধূমপান, শারীরিক অসুস্থতা ও ওষুধের কারণেও আলসারের সমস্যা হতে পারে।

আলসারের লক্ষণ. . . বমি: পাচনে সাহায্যকারী রসের নানা হেরফেরের কারণে বমি হয়। হঠাতওজন কমে যাওয়া: আলসার হলে দিন-দিন ওজন কমতে থাকে। রক্তবমি: আলসারের সমস্যায় রক্তবমি হতে পারে। যদি এমন হয় তাহলে বুঝবেন তা অনেক খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে। ঢেকুর তোলা: ঢেকুর তোলার মানে মুখ দিয়ে পেটে জমে থাকা গ্যাস বের করা। এর সঙ্গে অন্য লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখুন। পেট ফুলে যাওয়া: মাঝে মাঝে গ্যাসের কারণে পেট ফুলে থাকা এক জিনিস। তবে যদি নিয়মিত এই সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আপনি চায়ের সঙ্গে ধূমপান করছেন

যারা ধূমপানে অভ্যাস্ত তাদের বেশিরভাগেরই অভ্যাস থাকে ধোঁয়াওঠা এককাপ চায়ের সঙ্গে ধূমপান করার। ব্যস্ত সময় বাঁচাতে কিংবা শুধু অভ্যাসের বশে এমনটা করে থাকেন তারা। বেশিরভাগ চায়ের দোকানেও আপনি একই চিত্র দেখতে পাবেন। ধূমপান তো এমনিতেই ক্ষতিকর অভ্যাস, তার সঙ্গে যদি যোগ করেন গরম চা, তখন সেটি আরও বেশি বিপদের কারণ হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, যারা নিয়মিত ধূমপান করেন তাদের গরম চা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ এটি সাময়িক আরাম দিলেও মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি করতে পারে। বর্তমান সময় নিজেকে সুস্থ রাখাটাই তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ! গবেষণায় দেখা গেছে যে ধূমপায়ীরা গরম চা খেলে, খাদ্যনালীর ক্যার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। যাদের ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকে তাদের এমনিতেই খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এর সঙ্গে গরম চা পান করতে থাকলে সেই ঝুঁকি আরও অনেকটা বেশি বেড়ে যায়।

চিনের ৩০ বছর থেকে ৭৯ বছরের ৪৫৬,১৫৫ জনের ওপরে এই গবেষণা চালানো হয়েছিল। গবেষকরা জানিয়েছেন, ফুটন্ত গরম চা খাদ্যনালীর কোষের মারাত্মক ক্ষতি করে। সেইসঙ্গে যদি সেই ব্যক্তির ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকে তবে ঝুঁকি বেড়ে যায় আরও।

যাদের ওপর গবেষণা চালানো হয়, প্রথম দিকে তাদের কারোই ক্যান্সার ছিল না। তাদের প্রত্যেকের ওপর টানা ৯ বছর নজর রাখা হয়েছিল। দেখা যায়, গবেষণা চলাকালীনই ১৭৩১ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। চীনে যেহেতু চা খাওয়ার প্রবণতা বেশি, তাই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও বেশি।

চীনের অনেক বাসিন্দাই অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যান। তাদের অভ্যাস হলো ঘন ঘন চা খাওয়া। সেইসঙ্গে ধূমপান ও মদ্যপান করলে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। এই দিকটির কথা বিবেচনা করেই বিশেষজ্ঞরা অতিরিক্ত গরম চা খেতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে যারা ধূমপান ও মদ্যপান করেন তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকে অনেকটাই বেশি।

কিডনির পাথর গলে বেরিয়ে যাবে এই পাতার রসে

তুলসি পাতায় রয়েছে একাধিক ঔষধি গুণ এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা। ছোটোখাটো অনেক রোগের ওযুধ হিসেবে এই তুলসি পাতা ব্যবহার করা হয়। আজ দেখে নেওয়া যাক এমনই ৫টি শারীরীক সমস্যায় প্রতিকার হিসেবে তুলসি পাতার ব্যবহার।

১) কিডনির সমস্যা: তুলসিপাতা কিডনির বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।

তুলসিপাতার রস প্রতিদিন একগ্লাস করে খেতে পারলে, কিডনিতে স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। যদি কিডনিতে পাথর জমে যায়, সে ক্ষেত্রে তুলসিপাতার রস টানা ৬ মাস খেতে পারলে সেই স্টোন মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ২) গলা ব্যাথা: সামান্য গরম জলেতে তুলসি পাতা দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে, সেই জল দিয়ে কুলকুচি করলে বা জল খেতে পারলে গলার ব্যাথা দ্রুত সেরে যাবে।

৩) সর্দি ও কাশি: সর্দি-কাশি প্রায় প্রত্যেকটি মওসুমে খুব সাধারণ একটি সমস্যা যা সবাইকে কষ্ট দেয়। এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে তুলসি পাতা ৫ মিনিট ধরে চিবিয়ে রসটি গিলে নিন। তাহলে এই সমস্যার হাত থেকে সহজেই সমাধান পেয়ে যাবেন।

৪) ত্বকের সমস্যা: ত্বকে ব্রণর সমস্যা সমাধানের একটি সহজলভ্য ও অন্যতম উপাদান হল তুলসিপাতা। এ ছাড়াও নানা রকম অ্যালার্জির সমস্যায় তুলসিপাতা অত্যন্ত কার্যকর। তুলসি পাতার পেস্ট তৈরি করে তা ত্বকে লাগালে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই কমে যায়।

৫) জ্বর: তুলসি পাতা সব থেকে বেশি যে অসুখের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে তা হল জ্বর। চায়ে তুলসিপাতা সেদ্ধ করে সেই পাণীয় যদি পান করেন, তবে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি অসুখ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আপনার পরিবারের কারো জ্বর হলে তাকে তুলসিপাতা এবং দারুচিনি মেশানো ঠান্ডা চা পান করান। জ্বর সেরে যাবে দ্রুত।

এই ৫ খাবার ইউরিক অ্যাসিডের চরম শত্রু

প্রায়শই শরীরে ফোলা ভাব, পা ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব, তীব্র ব্যথায় ভুগছেন? এসবই কিন্তু শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির লক্ষণ। আজকাল ব্যথা নিয়ে সকলেই জর্জরিত। কোথায় ব্যথা নেই! পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা ব্যথা নিয়ে সমস্যার শেষ নেই। হাজারো ওষুধেও তা সারে না।

গাঁটে ব্যথার ক্ষেত্রে কারণ হল শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের বৃদ্ধি। ইউরিক অ্যাসিড পরিমাণের তুলায় বেড়ে গেলে তখন সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসে। ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই ব্যথা বাড়বে। ইউরিক অ্যাসিড আদতে শরীরের বর্জ্য পদার্থ। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে তখনই সমস্যা বেশি হয়। কারণ পিউরিন ভেঙেই তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড। প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে ইউরিক অ্যাসিড। তা না হলে এই ইউরিক অ্যাসিড রক্তে জমতে থাকে। পরবর্তীতে তা কেলাসের আকার নেয়। এই ইউরিক অ্যাসিড রক্তে জমতে থাকলেই গাউটের সমস্যা বাড়ে। ইউরিক অ্যাসিড বেশি বাড়লে সেখান থেকে কিডনি স্টোনও হতে পারে। সব কিছুর জন্য ঘুরে ফিরে আমাদের খাবারই দায়ী থাকে। পুষ্টিকর খাবার হিসেবে আমরা যে সব খাবারকে জানি সেই সব খাবার বেশি পরিমাণে খেলে সমস্যা হবেই। আর এই সব খাবারের মধ্যে তালিকায় একেবারে প্রথমেই রয়েছে ফলের রস- ফলের রসের মধ্যে সুক্রোজ আর ফ্রুকটোজ বেশি পরিমাণে থাকে। চিনিযুক্ত পানীয় বেশি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের প্রবণতা বাড়বেই। ফলের রসের মধ্যে সুগার বেশি পরিমাণে থাকে। আর তাই জুস খেলে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বেই। রুটি এবং ভাত এই উভয়ের মধ্যেই থাকে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট। আর তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থাকলে ময়দা, চাল, চিনি, ব্রেড, কুকিজ, কেক এসব এড়িয়ে যেতে হবে। জয়েন্টের ব্যথা এড়াতে এই চাল, ব্রেড একেবারেই বাদ দিতে হবে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে পিউরিন বেশি পরিমাণে থাকে। সার্ডিন, টুনা এসব মাছ তাই এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। মাংসের মেটে, কচকচি খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। যাদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছে তাদের একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়। আর্থাইটিসের সমস্যা থাকলে একেবারেই নয়। কাঁকড়া, সামুদ্রিক চিংড়ি এসবও কিন্তু এড়িয়ে যেতে হবে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই সমস্যাগুলো ভুলেও এড়িয়ে যাবেন না

শরীর ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত পরিচর্যা করা উচিত। এছাড়া রয়েছে কিছু স্বাস্থ্যগত বিষয়, যা অনেকেই হেলাফেলা করেন। এ লেখায় দেওয়া হলো কিছু স্বাস্থ্যগত লক্ষণ, এসব স্বাস্থ্যগত লক্ষণ কখনোই হেলাফেলা করা ঠিক নয়। এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

১. হঠাতওজন হ্রাস

হঠাতকরে যদি দেহের ওজন হ্রাস পায় তাহলে দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নিন। এটি কোনো বড় রোগের লক্ষণ হতে পারে। সঠিকভাবে কোন রোগের কারণে দেহের ওজন কমছে তা জেনে নিলে চিকিতা করা সহজ হবে। সময়মতো এ লক্ষণগুলো জানতে পারলে চিকিতার মাধ্যমে রোগের নিরাময় করা সম্ভব।

২. মেনোপজের পর রক্তপাত

নারীদের মেনোপজের পর রক্তপাত হওয়া মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এমনটা হলে দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নিন।

৩. চোয়ালে অস্বস্তি

চোয়াল মানুষের দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখানে যে কোনো ধরনের অস্বস্তি থেকে বহু বিষয় জানা যায়। যেমন দাঁতের সমস্যাতেও চোয়ালে অস্বস্তি হতে পারে। আর এখানে যে কোনো সমস্যা হলে চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৪. পেটে অস্বস্তি

অল্প সময়ের জন্য পেটে অস্বস্তি হতেই পারে। কিন্তু তা যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলে তাহলে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এটি উদ্বেগসহ বিভিন্ন পেটের রোগের লক্ষণ। এছাড়া মারাত্মক কোনো রোগেও এমনটা হতে পারে।

৫. অতিরিক্ত ক্লান্তি

কাজের পর স্বাভাবিকভাবে ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু ক্লান্তির পেছনে যদি সঠিক কারণ না থাকে তাহলে তা চিন্তার বিষয়।

৬. মাথা ঘোরা

মাথা ঘোরা সমস্যার সঠিক কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন বলে জানাচ্ছেন চিকিতকরা। তবে এটি হতে পারে কোনো বড় রোগের লক্ষণ। এ কারণে মাথা ঘোরা সমস্যা হেলাফেলা না করে চিকিতার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. কালসিটে

স্বাভাবিকভাবে কেথাও ব্যথা লাগলে তা থেকে কালসিটে হতে পারে। এছাড়া কোনো কারণে ত্বকে ছেকা লাগলে বা পুড়ে গেলেও এমনটা হওয়া সম্ভব। তবে এসব ক্ষেত্রে কালসিটে কয়েক দিনের মধ্যে সেরে যাবে। কিন্তু আপনার এ সমস্যা যদি না সারে তাহলে চিকিতকের পরামর্শ নিন।

৮. নখে পরিবর্তন

দেহের নখ থেকে বহু রোগের লক্ষণ নির্ণয় করা যায়। নখ যদি হয় ভাঙা তাহলে কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আবার নখের রঙের পরিবর্তন কিংবা কোনো অংশ স্বাভাবিক আকার হারানোতেও বড় সমস্যার লক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে। তাই নখের যে কোনো পরিবর্তনেই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গরমে হাঁসফাঁস, চটজলদি মুক্তি দেবে এই শরবত

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, বারবার জল খেয়েও তৃষ্ণা মিটছে না। মনে হচ্ছে হাতের কাছে যদি এমন কোন ম্যাজিক পানীয় থাকত যা দিয়ে মনের তৃপ্তি হত। জল খেয়ে পেট ভরলেও মন ভরছে না। গরম পড়লে এটা চেনাপরিচিত ছবি। বিগত সমস্ত বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ২০২৩ এ তীব্র তাপদাহে পুড়ছে গোটা ভারত। বিশেষজ্ঞ মহল থেকে বারংবার এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করছে।

চরম গরম থেকে বাঁচতে আপনি হাতের কাছে রাখতে পারেন এক বিশেষ পানীয়। যা অনেকটা ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। এতে রয়েছে একাধিক উপকারী উপাদান। এর জন্য খুব একটা দামী উপকরণের প্রয়োজন নেই। বাড়িতে থাকা সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়ে চটফট বানিয়ে ফেলতে পারেন এই বিশেষ পানীয়। মোটামুটি ভাবে একজন পুরুষদের ক্ষেত্রে দিনে কমপক্ষে ৩.৭ লিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৭ লিটার জলের প্রয়োজন। অনেকেই আছেন যারা গরমের অস্বস্তি কাটাতে কোমল পানীয় কিংবা শরবত বেছে নেন। কোমল পানীয় কিংবা অতিরিক্ত চিনি দেওয়া শরবত শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। গরম থেকে বাঁচতে রাস্তার ধারে জুসের দোকানগুলোতে অনেকেই ভিড় জমান। কিন্তু এইসব পানীয়র উপর নির্ভর না করে আপনি বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর জলজিরার শরবত। উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন তেঁতুল জল, পুদিনা পাতার পেস্ট, সামান্য মৌরি, জিরে, এলাচ এবং মরিচ। এগুলি ভালোভাবে মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে একটি গ্লাসে ২ টেবিল চামচ জল জিরা দিয়ে তাতে পেস্টটা ভালো ভাবে মিশিয়ে নেবেন। এটি ঠান্ডা জল দিয়ে বানাতে পারেন কিংবা যোগ করতে পারেন কয়েক টুকরো বরফ।

বলা হয় এই পানীয়ে রয়েছে হাজারো উপকার। মূলত যারা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছেন তারা জলজিরার শরবত খেতে পারেন। এই শরবত খেলে পেট বেশিক্ষণ ভরা থাকে এবং ক্ষিদে কম হয়। পাশাপাশি ক্যালরির পরিমাণও কম। জলজিরা শরবতের জিরে আয়রনসমৃদ্ধ। তাই যারা রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগছেন তারা আয়রনের ঘাটতি মেটাতে এই পানীয় পান করতে পারে। জলজিরার শরবতে থাকা উপকারী মশলা শরীরের ক্ষতিকারক উপাদান গুলিকে বার করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও যারা গ্যাস অম্বলের সমস্যায় প্রতি নিয়ত ভুগছেন তারা হজমশক্তি বাড়াতে জলজিরার শরবতে ভরসা করলে উপকার পাবেন।

এখনই পঞ্চায়েত ভোট নয়, ইঙ্গিত রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট কবে হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বেরও দাবি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক যে হেতু দু'মাস ধরে জনসংযোগ যাত্রা করবেন, তা চলাকালীন শাসক তৃণমূল 'প্রভাব' খাটিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করাবে না। এই অনুমানের সত্যতা মিলল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের কথায়।

আইন অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী, মেয়াদ শেষ হওয়ার মধ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট করাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। মেয়াদ ফুরোনোর পরে গ্রামীণ প্রশাসন চালাতে গেলে হয় ভোট করাতে হবে, নতুবা প্রশাসনকে বসাতে হবে। সোমবার বিরোধী দলনেতা দাবি করেছিলেন, আগামী জুন মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মেয়াদ। তাই তার পরেই জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ করার জন্য প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার (যেমন রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার ক্ষেত্রেও করা হয়েছে)।বিরোধী দলনেতার বক্তব্য সম্পর্কে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, "কোন আইনের বলে বিরোধী দলনেতা পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এমন সব কথা বলছেন তা আমাদের জানা নেই! কিন্তু জুন মাসে কোনও ভাবেই রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে না। পঞ্চায়েত ভোট কবে হবে, তা ঠিক করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।"

পঞ্চায়েত মন্ত্রীর এমন মন্তব্যের পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে জুন বা জুলাই মাসে পঞ্চায়েত ভোট হওয়া নিয়ে। অনেকে মনে করেছিলেন, মে মাসে হতে পারে পঞ্চায়েত ভোট। কারণ, বিরোধী দলনেতার মতোই তাঁরাও জানতেন, জুন মাসে পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, জুন মাসে নয়, আগামী অগস্ট মাসের ১৩ তারিখে ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। তাই তাঁর বিবিধ অভিযোগের জবাব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আমরা বোধ করছি না। রাজ্য সরকারের কাছে ১৩ অগস্ট পর্যন্ত বর্তমান পঞ্চায়েত চালানোর সুযোগ রয়েছে।

আইআইটি ছাত্রমৃত্যুতে নয়া মোড় মৃতদেহ ফের ময়নাতদন্তের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : আইআইটি খড়গপুর ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে বিস্ফোরক তথ্য মিলল। মঙ্গলবার ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কিত রিপোর্ট জমা দিল হাইকোর্ট নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি । ময়নাতদন্ত বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক অজয় গুপ্তের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই ছাত্রের মাথার পিছনে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে । কিন্তু পুলিশের দেওয়া ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তার উল্লেখ ছিল না । উল্লেখ্য ফাইজানের হাতে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় ।কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, ছাত্রটির মৃত্যুর পর তাঁর হাত কেটে আঘাত করা হয় ।এতে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ফাইজান আহমেদ আত্মহত্যা করেছে । এভাবে তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে করছেন বিচারপতি ।

এই রিপোর্ট দেখার পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছেন, ফাইজান আহমেদের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হবে । তার জন্য আইআইটি ছাত্রের দেহ কবর থেকে তুলতে হবে । তদন্তকারী অফিসাররা নতুন করে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন । কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । চিকিৎসক অজয় গুপ্ত ও প্রথমবার ময়নাতদন্ত করা চিকিৎসকও সেখানে উপস্থিত থাকবেন । এক মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । আগামী ৩ জুন এর পরবর্তী শুনানি ।

পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত কেদারনাথ মন্দিরের দরজা, সাজিয়ে তোলা হয়েছে ২০ কুইন্টাল ফুলে

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। মঙ্গলবার সকালে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দির। পুণ্যার্থীদের উপস্থিতিতে এদিন সকালে বাবা কেদারের মন্দির ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন কেদারনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জগৎগুরু রাওয়াল ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ।

২০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল কেদারনাথ মন্দির।

এদিন সকালে মন্দিরের দরজা খোলার সময় কেদারনাথ ধামে অসংখ্য তীর্থযাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কেদারনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

গত ২২ এপ্রিল থেকে শুভসূচনা হয়ে গিয়েছে চারধাম যাত্রার, পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের কপাট। মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়ার শুভক্ষণে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। মঙ্গলবার থেকে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে কেদারনাথ মন্দির, কেদারনাথ মন্দির খোলার পর ২৭ এপ্রিল উন্মুক্ত হতে চলেছে বদ্রীনাথ মন্দির।

স্মার্ট সিটিতে কাজ হয়নি, শহরে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বিজেপির কারণে অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : বিজেপির বিরুদ্ধে নাগরিক সংস্থায় কোনও কাজ না করার অভিযোগ তুললেন সমাজবাদী পার্টির (সপা) জাতীয় সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার দলের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) তীব্র আক্রমণ করে অখিলেশ বলেন, বিজেপি স্মার্ট সিটি নিয়ে কোনও কাজ করেনি। স্মার্ট সিটির নামে লখনউ, কানপুর, বারাণসীতে দুর্নীতি হয়েছে। লখনউতে রিভার ফ্রন্টের কাজও একই, ড্রেন ভাঙা, রাস্তায় গর্ত। শহরের পার্কগুলি বিজেপির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। শহরগুলির সমস্যা বিজেপির উপহার।

তিনি বলেন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বলে কিছু নেই। লখনউয়ের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি। আইনশৃঙ্খলার কী অবস্থা, সবাই দেখছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও নগর সংস্থার উন্নয়নে টাকা দেওয়া হয়নি। অখিলেশ যাদব আরও বলেন, অযোধ্যায় বড় ধরনের জমি কেলেঙ্কারি হয়েছে। যার ওপর আঙুল তুলে তাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। একইভাবে শাহজাহানপুরেও প্রার্থী খুঁজে পায়নি বিজেপি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও স্মার্ট সিটি করার জন্য দলীয় প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

মিথ্যে মাদক মামলায় কাউকে জড়ালে জরিমানা দিতে হবে পুলিশকে, রায় হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : মিথ্যে মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে পুলিশকর্মীকেই জরিমানা দিতে হবে। মঙ্গলবার এক কংগ্রেস কর্মীর দায়ের করা মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই মামলায় পুলিশকর্মীদের মধ্যে যে বা তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের দু'লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত এক মামলায় রায়ে এমনই জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছর, পুরসভা নির্বাচনের সময়ে। বারাকপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন রাকেশ শুক্লা। তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট বিশাল শুক্লাকে ২০২২ সালের ৯ মার্চ বিশালকে টিটাগড় থানার পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরেরদিন তাঁকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশ্য হাই কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হন বিশাল। তিনি আদালতে মামলা দায়ের করেন এই মর্মে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মাদক মামলা করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করা হোক। এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন। টিটাগড় থানা কোন পুলিশকর্মী মিথ্যে মাদক মামলায় বিশাল শুক্লাকে জড়িয়েছেন, তা দেখার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উপর। তাঁর নির্দেশ, পুলিশ কমিশনার তদন্ত করে তা খুঁজে বের করবেন। দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং দোষী পুলিশকর্মী ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেবেন নিজের বেতন থেকে। অন্যদিকে, বিশালের বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজের জন্য মামলা পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট বেঞ্চে।

ইন্দোনেশিয়া কেঁপে উঠল জোরালো ভূমিকম্পে

জাকার্তা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমে ভোররাত ৩টে (স্থানীয় সময়) নাগাদ এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। যার জেরে প্রায় দু'ঘণ্টার জন্য সুনামির সতর্কতা জারি করে সংশ্লিষ্ট দফতর। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। সুনামির জন্য সতর্কতা জারি করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ভূমিকম্পের কবলে পড়া এলাকার বাসিন্দাদের উপকূল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল মাটি থেকে প্রায় ৮৪ কিলোমিটার গভীরে। প্রথম বার মাটি কেঁপে ওঠার পর পর আরও বেশ কয়েক বার কেঁপে (আফটারশক) ওঠে সুমাত্রা সংলগ্ন এলাকাগুলি। যার মধ্যে রিখটার স্কেলে একটি ৫ মাত্রার ভূকম্পও অনুভূত হয়।

অসমে শিক্ষার গুণগত সমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হিমন্ত'র

গুয়াহাটি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : অসমে শিক্ষার গুণগত সমীক্ষার ঘোষিত ফলাফলে প্রথম স্থান দখল করেছে শিবসাগর জেলা। গুণোৎসব ২০২৩-এর ফলাফল ঘোষণা করে আজ মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ফল ঘোষণা করার পাশাপাশি স্কুলসমূহের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া আগামী ১০ মে ৬০০০ নতুন শিক্ষক প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত গুণোৎসব ২০২৩-এর ফলাফল অনুযায়ী শিবসাগর, চড়াইদেও, গোলাঘাট এবং মাজুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান দখল করেছে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি)-র অবস্থান ২৯ নম্বরে নেমেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে গুণোৎসব ২০২৩-এর ফলাফল ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গুণোৎসবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অসমে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক মূল্যায়ন করাই গুণোৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, পরিকাঠামো, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত মানের উৎকর্ষ নির্ণয় করা হয়। এক কথায় শিক্ষার্থীদের কেমন লেখাপড়া চলছে, দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি কেমন মৌলিক জ্ঞান আহরণ করছে তারা তা অধ্যয়ন করতে ২০১৭ সালে অসমে চালু হয়েছে গুণোৎসব-এর সরকারি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা সদর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের প্রশাসনিক স্তরে এক পর্যবেক্ষণ অভিযান চালানো হয়। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত গুণোৎসবে মন্ত্রী-বিধায়ক ছাড়াও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, এবারের গুণোৎসব চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্যের ৪৪,৫৩১টি স্কুলের ৪১ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী যথাক্রমে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত এবং অবশ্যই স্কুলসমূহের গুণগত মূল্যায়ন করা হয়েছে। গুণোৎসবে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার ছিল ৯৬.৬৯ শতাংশ। এর মধ্যে ১৯ হাজার স্কুল 'এ গ্রেড' পেয়েছে। ৭, ০০০ স্কুল পেয়েছে 'বি গ্রেড', 'সি' গ্রেড পেয়েছে ১,৯৭২টি এবং ৭৬৭টি স্কুল পেয়েছে 'ডি গ্রেড'।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া হত। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। এখন সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। এখন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ডিজিটাল ডেটা আছে। বলেন, একটি মহল গুণোৎসবকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অপচেষ্টা বিফল হয়েছে। গুণোৎসব প্রমাণ করেছে, ভালো সর্বদা ভালোই হয়। গুণোৎসবে রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে চৌকিদার পর্যন্ত ভালোভাবে কার্য্য সম্পাদন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুণোৎসবে শিবসাগর জেলা এবারও প্রথম স্থান দখল করেছে। এছাড়া চড়াইদেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে গোলাঘাট জেলা। শিবসাগরের সরকারি বিদ্যালয়ে ভরতি হতে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা লাইন ধরেন।

ড. শর্মা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছে অসম। ১১, ৮৮৬টি স্কুল পেয়েছে 'এ প্লাস'। সংখ্যা বেড়েছে 'এ প্লাস' এবং 'এ'-প্রাপ্ত স্কুল। ৩০ শতাংশ স্কুল পেয়েছে 'এ প্লাস'। তবে গত চার বছর ধরে কারবি আংলং এবং পশ্চিম কারবি জেলার খারাপ ফলাফলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া চিরাং এবারও পেছনের সারিতে রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। 'সি' এবং 'ডি' গ্রেড প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে গিয়ে এর কারণ বের করতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ওই সব স্কুলে কী অসুবিধা আছে, শিক্ষকের প্রয়োজনীতা আছে কি না, সে সব বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। বলেন, কোনও এক শিক্ষা আধিকারিক এই কাজ করবেন। তিনি জানান, এখন থেকে গুণোৎসব থেকে পরীক্ষায় ১০ শতাংশ নম্বর যোগ করা হবে। তিনি বলেন, স্কুলগুলির ইউনিফর্মের কোয়ালিটি দেখে তার ওপর গুণোৎসবের নম্বর দিতে হবে। খারাপ ইউনিফর্ম সংবলিত স্কুলগুলিতে এর মাধ্যমে কাজ করা হবে।

এদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্র বেশ উন্নত হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রীয়ে। বলেন, মেডিক্যালে ৩০০-এর বেশি আসন পেয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ প্লাস' প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি নিময়মিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আগে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যাঞ্জলি-র অধীনে জনসাধারণ ইতিমধ্যে ৭৪ হাজার বৈদ্যুতিক ফ্যান স্ব-স্ব এলাকার স্কুলগুলিতে উপহার দিয়েছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রীয়ে। জানান, ১৬,২৪৪ জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অন্য সমগ্রীও দান করেছেন। তবে কেবল দানই নয়, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে বা মাসে একদিন কোনও স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সমন পেয়েই নিজাম প্যালেস হাজির বিধায়ক তাপস সাহা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি স)। দুর্নীতি মামলায় সমন পাওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার সিবিআইয়ের দফতরে গিয়ে হাজিরা দিলেন তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ এড়াতেই তিনি তড়িঘড়ি সিবিআই দফতরে হাজির হলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের নজরে আসলে তাপস সাহার আপ্তসহায়ক প্রবীর কয়াল। তাঁর বাড়ি থেকে দুর্নীতি প্রমাণ স্বরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। আর তাই তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতেই বিধায়ককে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গত সপ্তাহে নদিয়ার তেহট্টের কড়ুগাছি এলাকায় বিধায়কের বাড়ি, অফিস ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে টানা ১৫ ঘণ্টা করে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। প্রচুর নথিপত্র উদ্ধার হয়। তাতে একাধিক দফতরে নিয়োগ দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। তাঁর আপ্ত সহায়ক প্রবীর কয়ালের বাড়ি থেকেও বেশ কিছু জরুরি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া বিধায়ক ঘনিষ্ঠ অন্যান্য নেতানেত্রীর বাড়িতেও চলে তল্লাশি।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ অমিত শাহের, উন্নয়নের স্বার্থে ভোট দিতে আহ্বান কর্ণাটকের জনগণকে

বাগালাকোটে (কর্ণাটক), ২৫ এপ্রিল (হি.স.): উন্নয়নের স্বার্থে কর্ণাটকের জনগণকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বাগালাকোটে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ বলেছেন, 'কর্ণাটকে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রাজ্যে সর্বকালের সর্বোচ্চ দুর্নীতি, তোষণের রাজনীতি, পারিবারিক রাজনীতি এবং দাঙ্গা হবে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'জেডি(এস)-কে ভোট দেওয়া মানে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া। আপনারা যদি নিজেদের ভোট কংগ্রেসে দিতে না চান, তাহলে কর্ণাটকের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে ভোট দিন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, এই বিধানসভা নির্বাচন শুধুমাত্র বিধায়ক বাছাই করার জন্য নয়, রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। কর্ণাটককে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত করার এবং এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য এই নির্বাচন।

কটুক্তির প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত দুই গৃহবধূ

পিয়ালী, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : কটুক্তির প্রতিবাদ করায় দুই গৃহবধূকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জিবনতলা থানার অন্তর্গত পিয়ালীতে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন পিংকি হালদার ও টুম্পা হালদার নামে দুই গৃহবধূ। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল স্থানীয় যুবক নয়ন ছাটুয়ের বিরুদ্ধে। আহতদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। পুলিশের স্থানীয় সূত্রের খবর, দিনের পর দিন নয়ন কটুক্তি করত পিঙ্কি ও টুম্পাকে। সেই ঘটনারই প্রতিবাদ করেছিলেন মঙ্গলবার সকালে পিংকি। অভিযোগ তখন পিংকি এর উপর চড়া হয়ে তাকে মারধর করে অভিযুক্ত নয়ন ছাটুই। টুম্পা বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক পলাতক।

মোবাইল বিস্ফোরণে কেরলে মৃত্যু ৮ বছরের শিশুকন্যার

তিরুববন্তপুরম, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের পর এবার কেরলে মোবাইল বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। সোমবার রাতে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এমন ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম আদিত্যশ্রী। বয়স আট বছর। কেরলের তিরুভিলভামালার বাসিন্দা সে। গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, ওই সময় ফোনে গেম খেলছিল তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া আদিত্যশ্রী। খেলতেই খেলতেই ফোনটি মুখের কাছে এনেছিল সে, তখনই সেটিতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গুরুতর জখম হয় লে। ঝলসে যায় তার মুখ। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শরীরে উপর অংশ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি তাকে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঠিক কী কারণে ওই মোবাইল ফোনটিতে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

বিরোধী জোটের বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

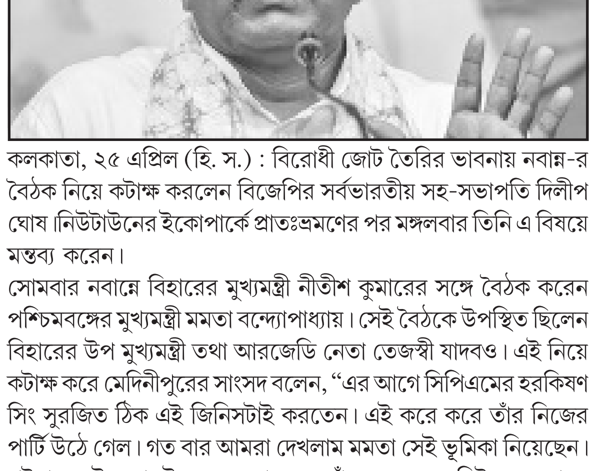

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বিরোধী জোট তৈরির ভাবনায় নবান্ন-র বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর মঙ্গলবার তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন।

সোমবার নবান্নে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। এই নিয়ে কটাক্ষ করে মেদিনীপুরের সাংসদ বলেন, "এর আগে সিপিএমের হরকিষণ সিং সুরজিত ঠিক এই জিনিসটাই করতেন। এই করে করে তাঁর নিজের পার্টি উঠে গেল। গত বার আমরা দেখলাম মমতা সেই ভূমিকা নিয়েছেন। পটনা, মুম্বই, লখনউ ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর এক ডজন সিট কমে গেল। পার্টিটা লোকাল পার্টি হয়ে গেল। এখন নীতীশ কুমারের হাতে কোনও কাজ নেই। একজন ছোকরা তাঁকে ধাক্কা মারছেন, সরিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন।" পাশাপাশি রাজনৈতিক বৈঠক কেন বাংলার মুখ্য প্রশাসনিক ভবন নবান্নে হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন দিলীপবাবু।

বারবিল ঋষিপাড়ায় স্কুলে চুরি, গায়েব সিলিং ফ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। বারবিল ঋষিপাড়ায় অবস্থিত ডক্টর বি আর আম্বেদকর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় চুরি কান্ড সংঘটিত। চুরি কান্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকার মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকালে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বন্ধ থাকা রুমগুলি খুলতেই নজরে আসে চুরির ঘটনাটি। স্কুলের সেই রুমে থাকা দুটি সিলিং ফ্যান চুরি হওয়ার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন তিনি। পরবর্তীতে খবর দেয়া হয় খোয়াই থানায়। ছুটে যায় পুলিশ। খবর পেয়ে ছুটে আসে স্কুলের এস এম সি কমিটিও। বারবিল ঋষিপাড়ায় অবস্থিত ডক্টর বি আর আম্বেদকর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে চুরি কান্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকার মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। জানা গেছে পরবর্তীতে এক ব্যক্তি নিজেই স্কুলে এসে জানান তার কাছে অন্য এক ব্যক্তি ফ্যানটি বিক্রি করেছিল। সে সেই ফ্যানটি স্কুলকে হস্তান্তর করে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

চাপে পড়ে

● প্রথম পাতার পর

হাতে দিয়ে লাশ নিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মৃত ব্যাক্তির পরিবারের সদস্য এবং ডোম অনন্ত দাসকে নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা হাসপাতালে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস, ওসি রানা চ্যাটার্জি। বৈঠকে নিজের ভুল স্বীকার করে মৃত ব্যাক্তির পরিবারের হাতে তিন হাজার টাকা ফেরত দেয় ডোম অনন্ত দাস। বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, এই ঘটনা নিন্দনীয়। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে নজরদারি রাখবে হাসপাতাল কতৃপক্ষ।।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শিল্পের রূপান্তরের জন্য ১৬০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হবে একথা আশা ব্যক্ত করে বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মর্মর মূর্তি

● প্রথম পাতার পর

যাতে দুই বাংলা একই ভাবে চলতে পারে কুমিল্লা ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের মধ্যে যাতে কথা হয় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র জানান, অচিরেই কুমিল্লা পুর নিগম ও আগরতলা পুর নিগম আলোচনায় বসবেন এবং মতবিনিময় করা হবে। তিনি জানান ত্রিপুরা ও ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দুই দেশের শহিদদের স্মৃতিতে একটি স্মৃতি সৌধ তৈরির জন্য নিগম উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

নিগম

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান। তাতে করে রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা আরো অনেকটা কমে যাবে বলে তিনি আশাবাদী।

ইতিমধ্যেই নিগম বিদ্যুৎ চুরি সহ বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করার বিষয় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুরনো মিটারগুলিকে সংস্কার ছাড়াও নিয়মিত মিটার রিডিং সংগ্রহ করা এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়মিত বিল নেওয়ার ক্ষেত্রেও দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে বকেয়া বিল আদায়ে নিগম তৎপর। প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রয়াস জারি রেখেছে বিদ্যুৎ নিগম। শুধু তাই নয় শহরের সৌন্দর্য রক্ষা স্বার্থে মাটির নিচে দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের কাজও প্রায় শেষের দিকে বলে জানিয়েছেন নিগমের এমডি। ঝড় বৃষ্টির হলে যাতে রাজ্যবাসী দুর্ভোগ না পোহাতে হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রেখে কাজ করছে নিগম।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কালিয়াগঞ্জ নিয়ে ফের রাজ্যের শাসক দলকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জ কাণ্ড নিয়ে ফের রাজ্যের শাসক দলকে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।উত্তর দিনাজপুরের ওই এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্তে এসেছে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন । নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর মঙ্গলবার দিলীপবাবু অভিযোগ করেন, সেই কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কাননুগোর সঙ্গে অসহযোগিতা করছে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন।

দিলীপবাবু বলেন, “এর আগে তিলজলায় নাবালিকা খুনের ঘটনায় একই ব্যবহার করা হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়িতে একই পরিবারের বেশ কয়েকজনের আত্মহত্যার ঘটনার কথা বলেছন তিনি। সেখানেও তৃণমূল নেতারা জড়িত থাকায় পুলিশ আদালতে সুইসাইড নোট পেশ করছে না বলে তাঁর অভিযোগ।প্রসঙ্গত, কালিয়াগঞ্জে এক কিশোরীর মৃত্যুকে ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতি চলছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই কিশোরীকে। ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেছেন এলাকার লোকজন। রাজ্যের বিজেপির তরফেও শুরু হয়েছে একাধিক কর্মসূচী। সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টিতে বলেন, ”পুলিশ যতই চেষ্টা করুক আত্মহত্যা সাজিয়ে দেখানোর, কিন্তু সবাই নিশ্চিত যে ওই ছাত্রীকে শারীরিক অত্যাচার করেই খুন করা হয়েছে।”

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

তিনটা নাগাদ আগুন লাগার বিষয়টি নজরে এসেছে। ভাড়াটিয়া ঘরে আগুন লাগার পর পাশের ঘরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাড়াটিয়ারা সাথে সাথে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। কিন্তু দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছাঁনোর আগেই আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে নিজ ও ভাড়াটিয়াদের মিলিয়ে দশটি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার বিবরনে জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে উদয়পুর মধ্যপাড়ার পলাশ দাসের বাড়িতে আগুন লাগার খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে দমকলের প্রথমে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে একটি ইঞ্জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হচ্ছিল না।তাই আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু আগুনের সূত্রপাত নিয়ে দমকলকর্মী দ্বন্দ্বে রয়েছেন। কারণ, নাশকতার আগুনে পুড়েছে দশটি বসত ঘর, এমনটাই প্রাথমিক ধারণা ছিল। কিন্ত শর্ট সার্কিট থেকেও আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মী।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় চুরির কিছু জিনিসপত্র। এদিকে একই চোরকে জনতা প্রমাণ সহ চতুর্থ-বার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ায় এবার নড়ে চড়ে বসে পুলিশ। শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিভিন্ন ভাঙা ও পুরাতন জিনিসপত্র ক্রয়ের দোকানে তল্লাশি। অভিযোগ চুরির জিনিসপত্র গুলি চোরদের থেকে ক্রয় করছে সেই সকল দোকানদাররা, পুলিশের সঠিক নজরদারি না থাকায় অবাধে চলছে এই দোকান গুলিতে অবৈধ ব্যবসা বলে অভিযোগ উঠছে। পুলিশের অভিযানে এই দোকান গুলিতে বড় মাত্রায় বেশ কিছু সরকারী সাপ্লাইয়ের জিনিসপত্র দেখা গেছে যা ওই দোকান গুলিতে কিভাবে এলো তা জানতে চায় জনগণ। এরপরই একে একে সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে তুলে আনা হয় থানায়। এদিকে এই ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত চোর পুলিশ খেলা শেষে ধর্মনগর থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর রাজু ভৌমিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বলাই মিয়াঁ, রসুন মিয়াঁ ও গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি চুরির মামলা গ্রহণ করছে পুলিশ। তবে দোকান মালিক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে আটক করা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

ত্রিপুরার প্রথম পদ্মশ্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্মানে ভূষিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এসডিও হিমাংশু মোহন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমেদের পরিবার। তাঁর সেবার কথা এখনো ভুলেনি ওই পরিবার। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রয়াত তাজ উদ্দিন আহমেদের কন্যা তৎকালীন বাংলাদেশের এমপি সেমিন হোসেন রিমি আগরতলায় এসে হিমাংশু মোহন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভূগছিলেন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এবং তাঁর চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছিলেন। কিন্তু, বার্ধক্যজনিত রোগে আজ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বহু গুণমুগ্ধরা হাসপাতালে ছুটে গেছেন। মৃতদেহ তাঁর বড়দোয়ালিস্থিত বাসভবনে আনার পর প্রচুর মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেছেন।

এদিন ত্রিপুরার প্রথম পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক হিমাংশু মোহন চৌধুরীর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষ প্রশাসক হিসাবে হিমাংশু মোহন চৌধুরী সুপরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে প্রশাসনিক স্তরে দায়িত্ব পালন এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই দীর্ঘকাল স্মরণে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন কৃতি সন্তানকে হারালাম। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হিমাংশু মোহন চৌধুরীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকও। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রথম পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপক হিমাংশু মোহন চৌধুরীর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাহত। তাঁর পরলোকগমন আমাদের রাজ্যের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি ব্যক্তিগত ভাবেও হারালাম একজন অভিভাবককে। ঈশ্বর তাঁর আত্মার সদগতি করুক। পরিবার,পরিজনদের প্রতি রইল আমার সমবেদনা।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন, তাই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় প্রয়াত হিমাংশু মোহন চৌধুরীকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আজকেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

রাখতে বলেছে।’উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিহারের তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী রাহুলের বিরুদ্ধে ‘মোদী পদবি’ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন। কংগ্রেস নেতাকে আদালত ওই বছর ৬ জুলাই জামিনও দিয়েছিল। সেই মামলাতেই গত ১২ এপ্রিল রাহুলকে আদালত ডেকেছিল। নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল। আর সোমবার রাহুল গান্ধীকে স্বস্তি দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট।

আরও

● প্রথম পাতার পর

জেলায় ৩ জন এবং সিপাহিজলা, উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

আগরতলায় ভারত নাট্যম কর্মশালা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। তিন দিনের ভারতনাট্যম কর্মশালার আয়োজন করতে যাচ্ছে সঙ্গম ড্যান্স একাডেমী। এই প্রথম এ ধরণের কর্মশালা করতে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।

২৬ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে কর্মশালা। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা রূপা চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা নৃত্যগুরু পার্শনাথ উপাধ্যায়। তারা জানান, আগরতলা প্রেস ক্লাবেই হবে কর্মশালা। ভারতনাট্যম প্রশিক্ষণরত নৃত্যশিল্পীরা এতে অংশ নেবেন। সঙ্গম ডান্স একাডেমি ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শতাধিক ছাত্র- ছাত্রী অংশ নেবেন।প্রশিক্ষণ দেবেন ব্যাঙ্গালুরুর প্রথিতযশা নৃত্যগুরু পার্শনাথ উপাধ্যায়।২৯ এপ্রিল বিশ্ব নৃত্য দিবসের দিনে রবীন্দ্র ভবনে হবে সঙ্গম ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল।

ঋণ পরিশোধ না করায় বাড়ি সিল করল ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। লোনের টাকা পরিশোধ না করায় লাল ছড়া নিবাসী সংবাদ সেনগুপ্তর বাড়ি করলো সিল করল এসবিআই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে ২০১৫ সালে ব্যাংক থেকে তিনি ঋন নেন ১২ লক্ষ টাকার উপর। ২০২৩ সনে এসে সেই ঋনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার উপর। মঙ্গলবার সকালে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই বাড়িটি সিল করে।

পানাগড় শিল্পতালুকে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : বালি বোঝাই ডাম্পারে বালির গেজ পরিমাপের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল যুবকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে, কাঁকসা থানার পানাগড় শিল্পতালুকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম তিতাস মির (২৭), কাঁকাসার সিলামপুরের বাসিন্দা।

ঘটনায় জানা গেছে, পানাগড় শিল্পতালুকে নির্মিয়মান কারখানায় বালি সাপ্লাইয়ের কাজ করছিল। এদিন বালি বোঝাই ডাম্পারে লোহার রড দিয়ে গেজ পরিমাপ করছিল। ওইসময় আচমকায় ওই রড ওপরে থাকা হাইটেনশন বিদ্যুতের তারে কোনভাবে লেগে যায়। তাতেই বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে যায়। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কাঁকসা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো সময়ের প্রয়োজন : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ক্ষতি না করেই, ই-কমার্সকে ভারতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসাবে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স এনাবলিং ভারত ২.০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ই-কমার্স স্পেসে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির প্রাধান্য থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যা এবং সারা দেশে ছোট খুচরা বিক্রেতাদের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, যদিও ই-কমার্স ভারতের খুচরা বাণিজ্যের মাত্র তিন থেকে চার শতাংশকে প্রভাবিত করে তবে নীতিনির্ধারকদের এটি নিয়ে ভাবতে হবে এবং সমাধান খুঁজতে হবে। গোয়েল জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বাস করে ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো সময়ের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ইউপিআই শত শত ফিনটেক কোম্পানি এবং সেক্টরাল পরিষেবার সুযোগ দিচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরে মন্ত্রী বলেছেন, ভারত সমগ্র দেশে নির্বিঘ্নে ভ্যাকসিনগুলি রোল-আউট করতে সক্ষম হয়েছে।

ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। আগরতলার ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের ৬৮ তম শুভ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা আদালত চত্বরে আগরতলা ডিড রাইডার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস এবং রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন এসোসিয়েশনের কাজকর্মে মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে চলেছেন। রক্তদান শিবির এর মধ্যে অন্যতম বলে তিনি উল্লেখ করেন। রক্তদান সহ অন্যান্য সামাজিক কাজ করবে এগিয়ে আসার জন্য ডিড রাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংগঠনের গুলির প্রতি মন্ত্রী শ্রীনাথ আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ডিড রাইটার্সদের কাজকর্মের বিভিন্ন তুলে ধরেন।

আজ থেকে উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের ২নং কনফারেন্স হলে শুরু হয়েছে চারদিন ব্যাপী

’নিপুণ ত্রিপুরা’ শীর্ষক কর্মশালা। এই কর্মশালা চলবে আগামী ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত।গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিতহচ্ছে এই কর্মশালা।গোমতী জেলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত ব্লক রিসোর্স পার্সন(বি আর পি), ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন(সি আর পি) দুই জেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরদের নিয়ে এই কর্মশালা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই চারদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করেন গোমতীজেলা শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি ঝুমা দেব, নিপুণ ত্রিপুরার পি এম ইউ মৃগাঙ্ক মুখার্জি, আহ্বান ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সায়ন্তনী গুড্ডুর, আহ্বান ট্রাস্টের এফ এল এন অর্চনা মাহেন্দ্র সহ অন্যান্যরা।এই দুই জেলার বি আর পি, সি আর পিরা গত মাসে আগরতলা ভগৎ সিং যুব আবাসে নিপুন ত্রিপুরার উপর পাঁচ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টশন এন্ড সেনসেটাইজেশন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের রিডিং ও রাইটিং স্কীল সঠিক বৃদ্ধি করার জন্য এই মাস্টার ট্রেনাররা দুই জেলার প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে পাঠদান করেন এমন শিক্ষক শিক্ষিকাদের আগামী দিনে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বি আর পি, সি আর পিরা আগ্রহের সহিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে শুরু চারদিন ব্যাপী ‘নিপুণ ত্রিপুরা’ শীর্ষক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ এপ্রিল।। উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে শুরু চারদিন ব্যাপী ‘নিপুণ ত্রিপুরা’ শীর্ষক কর্মশালা। এই কর্মশালা চলবে আগামী ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত।গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিতহচ্ছে এই কর্মশালা।গোমতী জেলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত ব্লক রিসোর্স পার্সন(বি আর পি), ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন(সি আর পি) দুই জেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরদের নিয়ে এই কর্মশালা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই চারদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করেন গোমতীজেলা শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি ঝুমা দেব, নিপুণ ত্রিপুরার পি এম ইউ মৃগাঙ্ক মুখার্জি, আহ্বান ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সায়ন্তনী গুড্ডুর, আহ্বান ট্রাস্টের এফ এল এন অর্চনা মাহেন্দ্র সহ অন্যান্যরা।এই দুই জেলার বি আর পি, সি আর পিরা গত মাসে আগরতলা ভগৎ সিং যুব আবাসে নিপুন ত্রিপুরার উপর পাঁচ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টশন এন্ড সেনসেটাইজেশন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের রিডিং ও রাইটিং স্কীল সঠিক বৃদ্ধি করার জন্য এই মাস্টার ট্রেনাররা দুই জেলার প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে পাঠদান করেন এমন শিক্ষক শিক্ষিকাদের আগামী দিনে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বি আর পি, সি আর পিরা আগ্রহের সহিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

গন্ডাছড়ায় টিসিএস অফিসারদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় মঙ্গলবার দুটি পৃথক রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। এছাড়া উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। মঙ্গলবার গন্ডাছড়া মহকুমা টিসিএস অফিসারদের উদ্যোগে গন্ডাছড়া ডাকবাংলাতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, রাজ্য উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ রিয়াং, এমডিসি ৮ নং গন্ডাছাড়া গঙ্গানগর কেন্দ্রের ভূমিকা নন্দ রিয়াং, ডুম্বুর নগর ব্লক চেয়ারম্যান বিকাশ চাকমা এবং মহাকুমা শাসক অরিন্দম দাস। এই শিবিরে ১৬ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। এছাড়া গন্ডাছড়া বাজার দুর্গা বাড়ি নাট মঞ্চে ৪৪রাইমাভ্যালী জনজাতি মন্ডলের উদ্যোগে অপর এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংসদ রেবতী ত্রিপুরা ,ধলাই জেলা জনজাতি মোর্চার সভাপতি অমিত কুমার রিয়াং, গন্ডাছাড়া মণ্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, জনজাতি মূর্চার সভাপতি খজেন রিয়াং।এই রক্তদান শিবিরে ১৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে উপজাতি জনকল্যাণ মন্ত্রীকে গণ্ডাছড়া জনজাতি মন্ডলের উদ্যোগে সম্বর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি গঙ্গানগর, আমবাসা এবং রইস্যাবাড়ি মন্ডল থেকেও উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বিশালগড় হাসপাতালে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বিধায়কের হাত ধরে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস প্রমুখ। বিধায়কের মাতৃদেবী প্রথম দিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান রক্তের সংকট দূরীকরণে মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সারা রাজ্যে রক্তদান উৎসবের রূপ নিয়েছে। বিশালগড় ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি পূরণ করতে প্রতিমাসে একবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার এই মহতি উদ্যোগের শুভারম্ভ হয়।এমনকি প্রতি মাসের চতুর্থবারে এটা করা হবে বলে জানান এলাকারই ছেলে বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব।

পরিষেবার

● প্রথম পাতার পর

(আইন ও শৃঙ্খলা) এল দার্লং, পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার সুবত চৌধুরী, এমবিবি এয়ারপোর্ট অথরিটি ডাইরেক্টর কে সি মিনা। পরে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ সকল অতিথিগণ প্রিপেইড অটো পরিষেবার কাউন্টারের দ্বারোদঘাটন করেন।

টি-২০ ক্রিকেটে ইউ: ফ্রেন্ডস চ্যাম্পিয়ন রানার্স স্ফুলিঙ্গ, দীপক ক্ষৈত্রী সেরা

স্ফুলিঙ্গ:- ১৩০/৭(২০) ইউ: ফ্রেন্ডস:- ১৩৩/৪(১৯.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রক্ষাকর্তা সেই দীপক ক্ষত্রী। ত্রিপুরা রঞ্জি দলের ওই পেশাদার ক্রিকেটারটি প্রায় প্রতিম্যাচেই অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে দলকে জয় এনে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার এর পিছপা হয়নি। দীপক ক্ষৈত্রীর হাত ধরেই মরশুমের প্রথম ট্রফি ঘরে তুললো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। এদিন সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের ফাইনালে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৬ উইকেটে পরাজিত করে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গের গড়া ১৩০ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস অন্তিম ওভারে ৫ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের দীপক ক্ষৈত্রী প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট তুলে নেওযার পর ব্যাট হাতে ৬৫ রান করেন। ১০ বছর আগে মরশুমে ত্রি-মুকুট জয় করেছিলো স্ফুলিঙ্গ। এবার ত্রি-মুকুট জয় করতে হলে জে সি লীগ আসরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে দীপক ভাটনাগরের দলকে। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর বোলারদের আটোসাটো বোলিংযের সামনে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সকালে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ স্ফুলিঙ্গ। তবে শেষ দিকে অভিজিৎ সরকার এবং চিরঞ্জীৎ পাল যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে দলীয় স্কোর ১০০ রানের গন্ডি পার হতো কীনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতো। দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে বিক্রম কুমার দাস এবং জয়দীপ বনিক ওপেনিং জুটিতে ৩৪ বল খেলে ৪১ রান যোগ করেন। এরপরই স্ফুলিঙ্গ শিবিরে ধস দেখা দেয়। দলের পক্ষে চিরঞ্জীৎ পাল ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ (অপ:), অভিজিৎ সরকার ২০ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, জয়দীপ বনিক ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং বিক্রম কুমার দাস ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং শ্যাম শাকিল গণ ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে দলনায়ক রজত দে (৩/১৮) এবং দীপক ক্ষৈত্রী (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৫ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে দীপক ক্ষৈত্রী ৪৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫, সেন্টু সরকার ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, উদীয়ান বসু ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, শুভম ঘোষ ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১(অপ:) রান করেন।

স্ফুলিঙ্গের পক্ষে অভিজিৎ সরকার (৩/২০) সফল বোলার। বলে-ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দীপকই পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে পাঁচ মাঠে পাঁচ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। সেমিফাইনালে পৌঁছার লক্ষ্যে আগামীকালের ম্যাচগুলো প্রতিটি দলের কাছেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে সদর-এ দল আগামীকাল লংতরাইভ্যালির মুখোমুখি হচ্ছে। সদর-এ দলের ইচ্ছে রয়েছে টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে সেমিফাইনালে খেলা। হয়তো নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আগামীকাল সেটাই হতে যাচ্ছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বিশালগড় খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে বিশালগড় সাব্রুমকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। জয়ের টার্গেট নিয়েই তারা আগামীকাল মাঠে নামছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে ধর্মনগর খেলবে বিলোনিয়ার বিরুদ্ধে। দু দলই গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে আগামীকাল মাঠে নামছে। টার্গেট রয়েছে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করা, তবে গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ দল সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে রয়েছে। নীপকো মাঠে শান্তিরবাজার খেলবে কৈলাশহরের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার প্রথম ম্যাচে ১৫৪ রানের বড় ব্যবধানে কমলপুরকে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। আগামীকাল জয় পেলেই অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। কৈলাসহরের ইচ্ছে রয়েছে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করে পরবর্তী ম্যাচে কমলপুরকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছানো। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সাব্রুম খেলবে উদয়পুরের বিরুদ্ধে। পাল্লাভারী উদয়পুরের। কেননা প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়াকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। তবে কার্যত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে ২৭ এপ্রিল, বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। ক্রিকেট মহলে আলোচনা রয়েছে বিশালগড় ও উদয়পুর ম্যাচের মধ্যে বিজয়ী দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা পাবে।

পরিচিতি চাই

Ref :- Teliamura PS GDE No. 23 dated , 18/04/2023

পাশের ছবিটি একজন মৃত অপরিচিত শিশুর (পুরুষ)। গত ১৮/০৪/২০২৩ইং তারিখে ওই অপরিচিত শিশুর (পুরুষ) মৃত দেহটি গোলাবাড়ী এলাকার খোয়াই নদীর জলে ভাসমান পাওয়া গেছে। বর্তমানে মৃত দেহটি পরিচিতির জন্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল মর্গে শায়িত আছে। মৃত দেহটির রঙ ফর্সা উচ্চতা ঃ ২ ফুট, মুখমন্ডল গোলাকার।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত শিশুর (পুরুষ) ব্যাপারেকাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। খোয়াই ডিআইবি কন্ট্রোল ঃ ০৩৮২৫-২২২০৮১
২। তেলিয়মুড়া থানা ঃ ০৩৮২৫-২২২২২৫

খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই-ত্রিপুরা

ICA-D-113/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the enlisted, bonafied & eligible contractors / Bidders / firms / agencies of Tripura PWD/ CPWD / TTAADC / MES / THCB in appropriate class having experience in similar nature of job for the following works: -

SL. NO.	NAME OF THE WORKS	LOCATION	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME ALLOWED	CLASS OF TENDERER
1	*Roof treatment work of PHQ main building by providing APP Sheet (Atactic Polypropylene polymer) Block-1*	Police Head Quarter, Agartala	Rs.3,21,828/-	Rs.8,045/-	1 (one) month	Appropriate class

02. A copy of detailed tender notice & estimate(s) of the proposed work may be obtained free of cost from the office of the undersigned on or before 24.05.2023 on any working day during office hours. The closing date & time of the tender is 1600 hrs. on
Detailed tender notice and terms & conditions may also be seen at following web sites:- www.tripurapolice.nic.in www.tripura.nicin

ICA/C-231/23

(Rajib Sen Gupta)
Asstt. IG of Police (Housing & Const.), PHQ, Tripura,

NOTICE INVITING TENDER

TENDER REF. No. F.3 (230)-DLRS/NEZ/01/P-IV Dated, Agartala 19/04/2023

Tender of supply, installation and commissioning of Public Addressing System at the VC Room of the Directorate of Land Records & Settlement, Palace Compound, Agartala-799001.

A Tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura by the Director of Land Records & Settlement, Government of Tripura from experienced bonafide & interested agency/ distributor/authorized dealer/OEM for supply, installation and commissioning of Public Addressing System at the VC Room of the Directorate of Land Records & Settlement, Government of Tripura".

Detail of Instruction, general terms & conditions may be seen in the Notice Board of office of the Director, of Land Records & Settlement, Palace Compound, Agartala and which can also be downloaded free of cost from the website https://jami.tripuragov.in & also in http:// tripura.gov.in. All future. modification/corrigendum shall be made available in the Notice Board as well as in the above web portal. So bidders are requested to update themselves accordingly. The last date/time of submission of the tender documentsis_96.04- 202 up to 4:00 pm.

ICA/C-226/23

Director of Land Records & Settlement
Government of Tripura, Agartala

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Rate Quotations are invited on behalf of the Government of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply "Printed Polythene Packet" for production of Bio-Fertilizer at State Bio-Fertilizer Production Centre, under State Agriculture Research Station, at Dutta Tilla, A.D.Nagar, Agartala.

Quoted Rate in sealed envelope will be received on 15 May, 2023 up to 3.00 PM and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D.Nagar, Agartala.

The terms & conditions in details has to be downloaded from the Departmental website- www. agri.tripura.gov.in.

ICA/C-221/23

(Dr. Banasri Roy Choudhury)
Joint Director of Agriculture (Res.)
State Agriculture Research Station
Arundhutinagar, Agartala

স্কুল ফুটবলে দুই বিভাগেই জয় দিয়ে শুরু খোয়াইয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। উদ্বোধনী দিনে হলো দুটি ম্যাচ। তাতে দুই বিভাগেই জয় পেলো স্বাগতিক খোয়াই জেলা দল। মঙ্গলবার মহকুমার সরকারি স্কুল মাঠে শুরু হয় রাজ্য স্কুল অনূর্ধ-১৭ বালক এবং বালিকাদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। এদিন দুপুরে আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরি, জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, ব্লকের চেয়ারম্যান তাপস দাস এবং মহকুমার ক্রীড়া আধিকারিক কমলেন্দু শীল। তিনদিন ব্যাপী আসরে ৮ জেলার বালক এবং বালিকা দল অংশগ্রহণ করে। বালক বিভাগে খোয়াই জেলা ১৫-১ গোলে উত্তর জেলাকে এবং বালিকা বিভাগে খোয়াই জেলা ১৫-২ গোলে দক্ষিণ জেলাকে পরাজিত করে। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

কৈলাসহরে বাসব স্মৃতি সিনিয়র লীগ ক্রিকেট আসর শুরু ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। উদ্বোধনী ম্যাচে লার্ণার কোচিং সেন্টার খেলবে স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। ২৮ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে হবে ম্যাচটি। কৈলাসহর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বাসব স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতার। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৯ দল: পাইতুরবাজার প্লে সেন্টার, বাবুর বাজার প্লে সেন্টার, টিলা বাজার প্লে সন্টার, সাঁতচাক ক্লাব, অগ্রদূত সঙ্ঘ, লাইফ লাইন কোচিং সেন্টার, স্পোর্টিং ক্লাব, লার্ণার কোচিং সেন্টার এবং পাইতুরবাজার প্লে সেন্টার। ইতিমধ্যে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে আসরের ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করা হয়ে গেছে।

অনূর্ধ-১৬ ও অনূর্ধ-১৯ পেস বোলার অন্বেষণের ট্রায়াল ক্যাম্প আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। একটা ক্রিকেট দলে এক বা একাধিক পেস বোলারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

এবারও পেস বোলার অন্বেষণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে টিসিএ। ২০২৩-২৪ বিসিসিআই ক্রিকেট সেশন ইতোমধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে পেস বোলার অন্বেষণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

পেস বোলার খোঁজার বিষয়টা সামনে রেখে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আগামীকাল থেকে টানা দুই দিন এবং একদিন অন্তর আবার টানা ২ দিনের জন্য সারা রাজ্যব্যাপী ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে।

বিশেষ করে অনূর্ধ-১৯ ও অনূর্ধ-১৬ ইচ্ছুক পেস বোলাররা ওই চার দিন নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্ত স্পটার-এর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

পশ্চিম জোনাল মহকুমা: সদর, মোহনপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া, সোনামুড়া, বিশালগড়ের ক্রিকেটাররা এমবিবি স্টেডিয়ামে আগামীকাল সকাল ১০টায় প্রদীপ কাসলিওয়াল ও দেবব্রত চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। একইভাবে, দক্ষিণ জোনাল মহকুমা: বিলোনিয়া, উদয়পুর, সাব্রুম, অমরপুর ও শান্তিরবাজারের ক্রিকেটাররা শান্তিরবাজারে বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে আগামীকাল সকাল ১০টায় বিনীত জৈন ও সুবল চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। সেন্ট্রাল জোনাল মহকুমা: আমবাসা, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া, কমলপুরের ক্রিকেটাররা আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে ২৯ এপ্রিল সকাল ১০টায় বিনীত জৈন ও বিশ্বজিৎ দে-র কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

উত্তর জোনাল মহকুমা: ধর্মনগর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুরের ক্রিকেটাররা ২৯ এপ্রিল, সকাল ১০টায় ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে প্রদীপ কাসলিওয়াল ও কিশোর মুহুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

আইপিএলের মাঝেই রাহুল দ্রাবিড় লন্ডন যাচ্ছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ৭ জুন। ফাইনালে ভারত খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তার আগে ১ জুন থেকে প্রস্তুতি শিবির শুরু হবে ভারতের। কিন্তু এর আগে থেকেও ফাইনালে প্রস্তুতি নিতে চাইছেন দ্রাবিড়। তাই আইপিএলের মাঝেই লন্ডনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি।

কারণ,গত বার নিউ জিল্যান্ডের কাছে ফাইনালে হারতে হয়েছিল। এ বার আর কোনও ঝুঁকি নিতে চান না কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তাই আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই কয়েক জন ভারতীয় ক্রিকেটারকে নিয়ে লন্ডন যাবেন তিনি।

বোর্ড সূত্রে খবর, ২৩ বা ২৪ মে লন্ডন যাওয়ার কথা দ্রাবিড়ের। সঙ্গে যাবে পুরো কোচিং দল ও কিছু ভারতীয় ক্রিকেটারও। ঠিক হয়েছে, আইপিএলের যেসব দলের প্লেয়ার প্লে-অফে উঠতে পারবেন না তাঁদের নিয়ে যাবেন দ্রাবিড়।

আইপিএলের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হবে ২১ মে। ২৩, ২৪ ও ২৬ মে প্লে-অফের তিনটি খেলা হবে। ২৮ মে ফাইনাল। চারটি দল প্লে-অফে উঠবে। বাকি ছ'টি দলের যেসব ক্রিকেটার ভারতের টেস্ট দলে রয়েছেন তাঁরা দ্রাবিড়ের সঙ্গে লন্ডন চলে যাবেন। বাকিরা আইপিএল শেষ হলে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

আইপিএলে অধিনায়ক হয়ে বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে কোহলি

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল(হি.স.) : রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জিতেও আর্থিক ক্ষতি হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ক্রিকেটারদের। সব থেকে বেশি ক্ষতি অধিনায়ক বিরাট কোহলির। রাজস্থানের বিরুদ্ধে আরসিবি-র অধিনায়ক ছিলেন তিনি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে মন্থর ওভার রেটে বল করার জন্য শাস্তি দেওয়া হল বিরাটদের।এবারের মরসুমে দ্বিতীয় বার মন্থর ওভার রেটের শাস্তি পেল আরসিবি। অধিনায়ক বিরাটের তাই ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেঙ্গালুরুর প্রথম একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের ৬ লক্ষ টাকা অথবা ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ দিতে হবে। আইপিএলের তরফে বলা হয়েছে, "২৩ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং রাজস্থান রয়্যালস। সেই ম্যাচে মন্থর ওভার রেটে বল করার জন্য আরসিবি-র অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে বিরাট অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।"একই ভুল দ্বিতীয় বার করার জন্যই বিরাটকে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দলের ক্রিকেটারদেরও জরিমানা করা হয়েছে। আরসিবি-র ঘোষিত অধিনায়ক ডুপ্লেসি। কিন্তু শেষ দু'টি ম্যাচে তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হচ্ছে। অধিনায়ক করা হচ্ছে বিরাটকে। সেটার কারণেই বিরাটের ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কর্ণাটকের মহাদেব পুরায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। কর্ণাটকের মহাদেব পুরায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার এই কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী মনজুলা অরবিন্দ লিমাবালির সমর্থনে বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। তাঁর স্বামী অরবিন্দ লিমাবালি ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ন ইমামালুড়ু জংশনে ব্যাঙ্গালোরের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাম্পে গৌড়ার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে এদিন নির্বাচনে প্রচারের সূচনা করেন তিনি।

বক্তব্যের শুরুতেই পূর্বের কংগ্রেস সরকারের সময়কালে কর্ণাটকের অনুন্নয়ন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে সরব হন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব দেব অভিযোগ করেন, কংগ্রেস শান্তি এবং সুস্থিতি বিরোধী ন অস্থিরতা তৈরী করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সময়ে পিএফআই আশ্রিত সন্ত্রাস কায়েমকারীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্নাটকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসীন সমাজদ্রোহী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির আশীর্বাদধন্য এই মহাদেবপুরায় বিজেপির সরকারের নেতৃত্বে আরও বহু সুযোগের দরজা খুলে গেছে সফটওয়্যারের শহর নামে পরিচিত এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় দেড় লক্ষ্যের অধিক মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে নিজেদের কাজের সংস্থান পেয়েছেন। সার্ট আপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক এবং সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অত্যাধুনিক মানের এয়ারপোর্ট সহ হেলিকপ্টার তৈরির মত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে এখানে। হোয়াইট ফিল্ডে তৈরি হয়েছে এসি রেলস্টেশন। বাজেটে বর্ধিত অর্থ রাশি প্রমাণ করে এই অঞ্চলের বিকাশে সরকার কতটা আন্তরিক। বি এস বোম্মাই এবং বিএস ইয়েদিওরপ্পার সময়ে মোদীজির নেতৃত্বে এক উন্নত এবং বিকাশমুখী সরকার পেয়েছে কর্ণাটক।

কংগ্রেসকে নিশানা করে শ্রী দেব বলেন, কংগ্রেস অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে নির্বাচন বিতরণী পার হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কর্নাটকের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাদের এই প্রলোভনে পা দেবেন না। কারণ তাদের এই মনগড়া অসত্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নেই। যেখানে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দে উঠে নাগরিক প্রত্যাশা পূরণ এবং তাদের অধিকার পৌঁছে দেওয়াই বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য। প্রায় জন আস্থা খুঁইয়ে গোটা নির্বাচনী এলাকাতে কংগ্রেসের প্রথা সজ্জা পর্যন্ত তেমন চোখে পড়েনি। এমনি বিজেপি দল থেকে আমদানি করা ব্যক্তিকে প্রার্থী করতে হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীর স্বামী একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত তৎসঙ্গে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে এই অঞ্চল তথা গোটা রাজ্যের কল্যাণের নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষের কল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ন

এদিন দোদানেকুন্ডিতে ডোর টু ডোর প্রচার এবং কার্যকর্তা ও স্থানীয় পদাধিকারী নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন। এরপর নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সমিতির বৈঠকে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী অশ্বত নারায়ন রেড্ডির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সর্বশেষ কর্মসূচি হিসেবে দোদাকাণ্ডালীতে রোড শো শেষে ভেমানা গ্রাউন্ডে এক জনসভা কে সম্বোধন করেন। প্রতিটি কর্মসূচিতেই কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চেঁখে পড়ার মত।

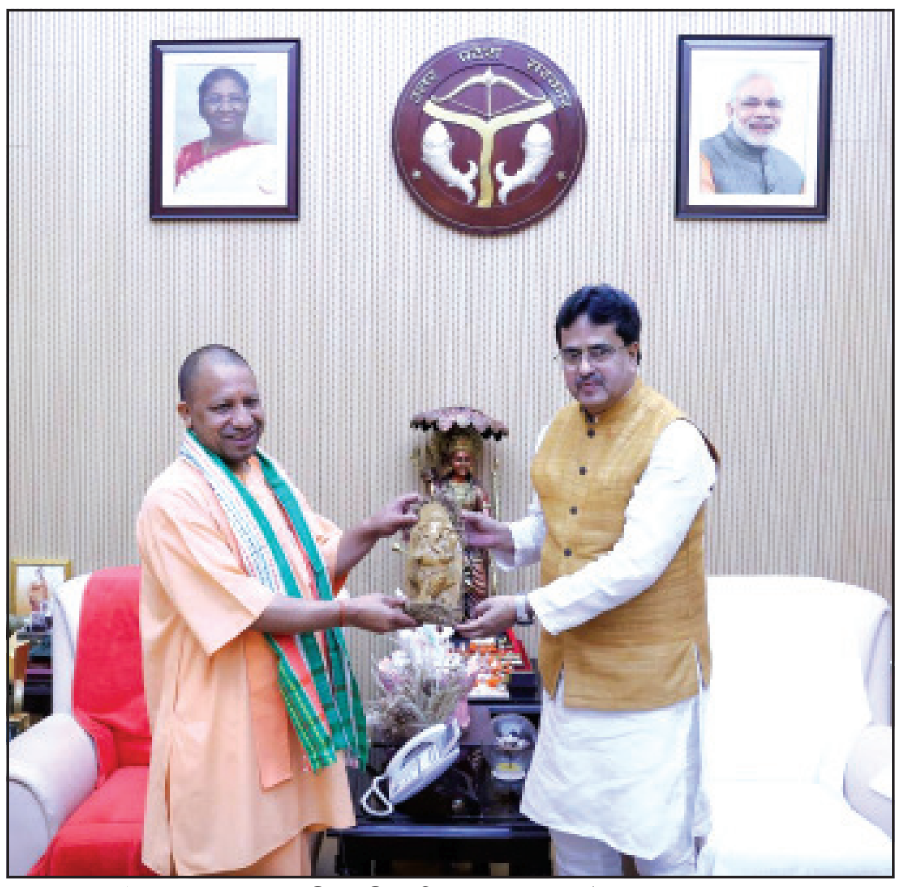

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা।

টাকারজলায় ভিলেজ কাউন্সিলের উন্নয়ন তরান্বিত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন এবং গ্রেটার তিপরা ল্যান্ডের স্বপ্ন কোন কিছুই পূরণ হয়নি। স্বাভাবিক কারণে হতাশাগ্রস্ত তিপরা মথার কর্মীরা নীরবে ঘরে বসে রয়েছে। যেহেতু ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন হয়নি তাই এতোদিন মনোনীত কমিটি উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি করতেন। ১৮ নির্বাচনের পর কোথাও আইপিএফটি আবার কোথাও বিজেপি এসব কাজকর্ম দেখতেন। ২০২০ সালে এডিসি নির্বাচনের পর তিপরা মথার নেতারা ভিলেজ কাউন্সিলের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এবার তেইশের নির্বাচনের পর বেপাত্তা হয়ে যায় তিপরা মথা। এডিসি এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিপরা মথার পক্ষ থেকে বিভিন্ন এডিসি ভিলেজে উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি করতেন। কিন্তু নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই আর ভিলেজ কাউন্সিল অফিসে পা বাড়ায়নি তিপরা মথা। এবার বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট নেতৃবৃন্দ ভিলেজ কাউন্সিলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছে। মঙ্গলবার জম্পুইজলা ব্লকের পশ্চিম এবং উত্তর টাকারজলা এডিসি ভিলেজের মনোনীত পরিচালন কমিটির তালিকা সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কাউন্সিল সচিবের নিকট তুলে দেন বিজেপি আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ। পশ্চিম টাকারজলার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে দিলীপ দেববর্মা, সবিতা দেববর্মা। উত্তর টাকারজলা ভিলেজের চেয়ারম্যান সুকুমার দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান গীতা দেববর্মা মনেনীত হয়েছেন। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক নির্মল দেববর্মা জানান মানুষের কাছে থেমে থাকতে পারে না। অচলাবস্থা কাটিয়ে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ শুরু হবে। জম্পুইজলা ব্লকের সবগুলো এডিসি ভিলেজে মনোনীত কমিটি গঠন করা হবে।

পশ্চিম জেলাভিত্তিক আর্টিজেন মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আজ দু'দিনব্যাপী পশ্চিম জেলাভিত্তিক আর্টিজেন মেলার উদ্বোধন করেন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। ট্রাইবেল ও কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া (দিল্লি), নর্থ ইস্টার্ন হেণ্ডিক্র্যাফটস এণ্ড হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপটমেন্ট কর্পোরেশন (গুয়াহাটি) এবং ত্রিপুরা টিআরএলএম এর যৌথ উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি অংশের স্বসহায়ক দলের আর্টিজেনদের (অদক্ষ শিল্পী) নিয়ে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

দু'দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করে জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, জনজাতি অংশের হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পীগণ উন্নতমানের বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করলেও আধুনিক প্রযুক্তিগত যোগাযোগের স্বল্পতার জন্য তাদের উৎপাদিত সামগ্রী সঠিক বাজারমূল্য পাচ্ছেনা। উপযুক্ত বাজার মূল্যে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করতে অনলাইন মার্কেটিংএর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রজত পন্থ, টিআরএলএম এর ডেপুটি সিইও দেবী হালাম প্রমুখ। জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন সহ অন্যান্য অতিথিগণ আর্টিজেনদের উৎপাদিত সামগ্রী প্রদর্শন করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় ১২৫ জন আর্টিজেন অংশ নিয়েছেন। আগামী ২৭ ও ২৮ এপ্রিল গোমতী জেলায়, ১ মে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়, ২মে ধলাই জেলায়, ৩ ও ৪ মে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আর্টিজেন মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

কল্যাণপুর বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ এপ্রিল।। ছিচকে চুরির ঘটনা কিছুতেই থামছে না কল্যাণপুরে। সোমবার ভোরবেলা চোরের দল হানা দেয় ঘিলাতলী বাজার এলাকার জনৈক মুদি মাল বিক্রেতা প্রদ্যুৎ ভৌমিক এর দোকানে। কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানায় রাতে নয় চুরির ঘটনা ঘটে সোমবার ভোরবেলায়। সকালে বরাবরের মতো ওই ব্যবসায়ী দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের তালা ভাঙ্গা। চুরি গেছে ঠান্ডা পানীয় থেকে শুরু করে খাবার জলের বোতলের বাক্স এবং ভোজ্য তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। চোরের দল তার ক্যাশ বাক্সেও হাত দেয়। ঘটনার খবর কল্যাণপুর থানায় জানানো হলে ছুটে যান সাব ইন্সপেক্টর প্রেমজিৎ রায়। তিনি জানান ক্ষয় ক্ষতির পরিমান খুব একটা বেশী না হলেও গোটা ঘটনা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

শিল্পের উন্নয়নে সমস্ত রকম সহায়তায় প্রস্তুত ত্রিপুরা সরকার : নবাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। শিল্পের উন্নয়নে সমস্ত রকম সহায়তায় প্রস্তুত ত্রিপুরা সরকার। আজ আগরতলায় এ ডি নগর শিল্পতালুক পরিদর্শনে গিয়ে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের (টিআইডিসি) চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। এদিন তিনি স্থানীয়দের কাছ থেকে বহু অভিযোগ শুনেছেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন।এদিন শিল্পতালুক পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার চাইছে রাজ্যে শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন হোক। সেক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে সমস্ত সহায়তা করবে ত্রিপুরা সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, রাস্তাঘাটের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি শিল্পপতিদের অভিযোগ বিচার বিবেচনার মাধ্যমে দূর করার প্রয়াস করছে সরকার। কারণ, ত্রিপুরায় শিল্প কারখানা গড়ে তুলা হলে যুব সমাজ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আগে শিল্প এলাকায় মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে মাফিয়ারাজের অবসান ঘটেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে সরকার ও টিআইডিসি যৌথ ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এদিন পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন বাধারঘাট কেন্দ্রের বিধায়িকা মীনা রানী সরকার সহ অন্যান্যরা।

কাল আগরতলায় ভারত-বাংলাদেশ বৈশাখী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। জারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরে সহ যোগিতায় আগামী ২৭ এপ্রিল আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নং ২ তে ভারত-বাংলাদেশ বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। পরবে পার্বনে বৈশাখী শীর্ষক অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল ৫টায়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোক ও বাউল শিল্পী তামান্না হক, আতিক সুমন, লিটন কোলক-এর পরিবেশনার পাশাপাশি ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম। বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসেবে সংখ্যালঘু ও সমবায় দপ্তরে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সম্মানিত অতিথি হিসেবে পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম চাকমা বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার প্রবীর কুমার সরকার, বিশিষ্ট্য সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিত ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধিত করা হবে। ঐদিন সকাল ৮টায় রবিন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গন থেকে ভারত-বাংলা বৈশাখী মৈত্রী র্যালীর উদ্বোধন করবেন আগরতলা পুরনিগমের পুরপিতা দীপক মজুমদার ও বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের প্রথম সচিব রেজাউল হক চৌধুরী। র্যা লীতেও অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন জারা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক মোসাহিদ আলী।

রংমালায় গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ এপ্রিল।। মঙ্গলবার পুলিশ এবং সিআরপিএফ এর যৌথ অভিযান সংগঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন রংমালা এডিসি ভিলেজের চন্দ্র মোহন চৌধুরী পাড়ায়। বিশালগড় মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ দেবের নেতৃত্বে পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানরা চন্দ্র মোহন চৌধুরী পাড়ার তপন শুক্ল দাস, সমীর শুক্ল দাসের পোল্ট্রি ফার্মে হানা দেয়। পোল্ট্রি ফার্মে মাটি খুঁড়ে দুইটি শুকনো গাঁজা ভর্তি ডাম উদ্ধার করে পুলিশ। দু''টি ড্রামে ৬৫ কেজি গাঁজা ছিল। কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। বিশালগড় মহকুমা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারীক দেব প্রসাদ দেব জানান নারকোটিক্স এর উপর রাজ্যব্যাপী অভিযান শুরু হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে গাঁজা মজুত রেখেছে গাঁজা কারবারিরা। অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

এডি নগর শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন করলেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক মঙ্গলবার এডি নগরে শিম্পাঞ্চল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে বিভিন্ন সমস্যা শিল্প উদ্যোগীরা তার সামনে তুলে ধরেন। বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শিল্পী ও বেকার যুবক-যুবতীদের এ ধরনের শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগে তিনি বোধজং নগর শিল্পনগরী এলাকাও পরিদর্শন করেন। মঙ্গলবার এডি নগর শিল্প নগরী এলাকা পরিদর্শন কালে এলাকার শিল্প দুটি সহ অন্যান্যদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি বলেন এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। পরীক্ষাটা উন্নয়নের যে কাজ ধীরগতিতে চলেছে তা যাতে শীঘ্রই সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। এছাড়া সমাজদ্রোহী ও মাফিয়া দৌরাত্ম বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। নিগমের চেয়ারম্যান আরো জানান তার কাছে খবর রয়েছে এলাকায় সন্ধ্যার পর নেশাখোরদের আড্ডাখানা জমে। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন যদি ইতিমধ্যে তারা সতর্ক না হয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সরকার শিল্প তৈরির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বলেন সরকার কিংবা শিল্প উন্নয়ন নিয়োগের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। এ কাজে শিল্পোদ্যোগীসহ সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। যেসব শিল্প কারখানা নানা কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে তাদেরকে পুনরায় শিল্প কারখানা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সরকার তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে তিনি আসক্ত করেছেন। তাদের নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও এদিন শিল্প উন্নয়ন নিগমের সকল সঙ্গীত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা মিনারানী সরকার সহ অন্যান্যরা।

বামুটিয়ায় বৈশাখী মেলায় জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। বামুটিয়া ফাঁড়ি এলাকায় বৈশাখী মেলায় দুইদিন ব্যাপি জুয়ার আসরে পুলিশের থাবা। নেতৃত্বে বাবুটিয়া ফাড়ির ওসি সঞ্জয় দেববর্মা। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বরজুস এলাকায় দুই দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে রমরমা জুয়ার আসর বসে। ঘটনার খবর পেয়ে বামুটিয়া ফাড়ির পুলিশ ছুটে গিয়ে জোয়ার আসর ভেঙ্গে দেয়। অভিযান চালায় মেলার আসে পাশের এলাকায়। অভিযানে বেরিয়ে আসে জুয়ার বিভিন্ন ও সামগ্রী। জুয়া খেলার জন্য অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলা সাতটি ঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হয়। বিলেতি মদ সহ দুই জনকে আটক করে পুলিশ। ইচ্ছে করলে যে পুলিশ সবকিছু করতে পারে এদিন তারই প্রমাণ দিল বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি। জানা যায় এই জুয়ার সামগ্রী অর্থাৎ ডাব্বার ঘর গুলি ছেড়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ওসির উপর। পুলিশ জানিয়েছে এই সর্বনাশা জুয়ার আসর কোনভাবেই বসতে দেওয়া হবে না।

পাচরাকালে আগরতলা রেল স্টেশনে গাঁজা উদ্ধার, মহিলাসহ আটক পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। অভিনব কায়দায় গাঁজা পাচার করতে গিয়ে মঙ্গলবার আগরতলা রেল স্টেশনে এক মহিলা সহ পাঁচজন আটক হয়েছে। যারা যায় গাঁজা পাচারকারীরা এখন মহিলাদেরকে এই পাচার বাণিজ্যে শামিল করছে। মঙ্গলবার একটি এসি মেশিনের ভিতরে করে গাঁজা ভর্তি করে ট্রেনে করে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের সেই কৌশল সফল হয়নি। সন্দেহজনক ভাবে আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে এক মহিলা সহ পাঁচজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে জিআরপি জোয়ানরা। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গাজা সহ আটক এক মহিলা। এ.সি মেশিনের ভিতরে করে গাঁজা নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ঐ মহিলা। জি.আর.পি-র এসপি অমিতাভ পাল জানান নেশার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এইদিনও আগরতলা রেল স্টেশনে তল্লাসি অভিযান চালানো হয়। তল্লাসি অভিযানে এইদিন মোট ৫ জনকে আটক করা হয়। ৫ জনের মধ্যে এক জন মহিলা রয়েছে। মহিলার সাথে একটি এসি মেসিন ছিল। সেই এসি মেশিনের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশকিছু শুকনো গাজা। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। রেলে করে যাতে গাঁজা পাচার করতে না পারে সেজন্য জিআরপিএফের নজরদারি ও তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে ব্যাপক গাঁজার চাষ হচ্ছে।। রাজ্যে উৎপাদিত গাজা বহির রাজ্য এবং বহির রাষ্ট্রে নানা কৌশলে পাচার করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এ ধরনের নেশার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের প্রয়াসকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন নতুন কৌশলে গাঁজা পাচারকারীরা গাঁজা পাচার অব্যাহত রেখেছে।

বৈশাখী মেলা ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। বৈশাখী মেলা আমাদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিরই অঙ্গ। এই ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। রাজ্যের বর্তমান সরকার এই সংস্ক'তিকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। গতকাল সন্ধ্যায় বিশালগড় নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণের মুক্তমে' ৬ দিনব্যাপী বিশালগড় বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন আধুনিকতার দরকার, কিন্তু নিজের ঐতিহ্য সংস্ক'তিকে ভুলে নয়। রাজ্যের বর্তমান সরকার নিজেদের চিরাচরিত সংস্ক'তিকে তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে এতে বেশি করে সামিল করার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বর্ষবরণ, বৈশাখী মেলার মতো অনুষ্ঠান এ ধরনের উদ্যোগের অঙ্গ। এই উদ্যোগে বর্তমান প্রজন্মকে যত বেশি করে সামিল করা যাবে সমাজ তত উপক'ত হবে। নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে তত দূরে রাখা যাবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুশান্ত দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বৈশাখী মেলা কমিটির কনভেনার রতন দেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেটের চেয়ারম্যান হরিদাস ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অ'য় পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের এগ্রি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর, বিশালগড় পুরপরিষদ ও সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই মেলা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। এতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীমূলক স্টল খোলা হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় হবে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।